ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

দীপিকা বললেন, আমাদের ভালো থাকতে দিন

পৃঃ ৫

ব্যর্থতায় শেষ হলো 'প্রজেক্ট এমবাপ্পে'

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১৩০ ● কলকাতা ● ৩১ বৈশাখ, ১৪৩১ ● মঙ্গলবার ● ১৪ মে, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

বীরভূমের ইলামবাজারের ২৫ নম্বর বুথ থেকে

সরিয়ে দেওয়া হল প্রিসাইডিং অফিসারকে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বার বার বুথে ঢুকছেন এক ব্যক্তি। ভোটারদের প্রভাবিত করছেন। ওয়েব কাস্টিং ব্যবস্থায় তা দেখে ফেলল নির্বাচন কমিশন। বীরভূমের ইলামবাজারের ২৫ নম্বর বুথ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল প্রিসাইডিং অফিসারকে। উল্লেখ্য, ভোটে গোলমাল রুখতে নির্বাচন কমিশন অত্যাধুনিক প্রযুক্তির বিশেষ বন্দোবস্ত করেছে। এ বার প্রতি বুথেই ওয়েব কাস্টিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভোট চলাকালীন কোনও রকম অব্যবস্থা বা কারচুপির অভিযোগ যাতে ধরে ফেলা যায় সহজেই, সেই কারণেই এই বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। এর মাধ্যমে কোন বুথে কী ঘটছে, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকেই তা দেখা যাচ্ছে। তার মাধ্যমেই ইলামবাজারের কাণ্ড চোখে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করেছে কমিশন। ইলামবাজারের ওই বুথে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ উঠছিল সোমবার সকাল থেকেই। সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরাতেও তা ধরা পড়ে। দেখা যায়, ভোটারদের ধরে ধরে বুথের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এমনকি, ভোটারদের সঙ্গে ইভিএমের সামনে পৌঁছে যাচ্ছেন কেউ কেউ। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কোন বোতাম টিপতে হবে, কোথায় ভোট দিতে হবে। অভিযোগ, প্রিসাইডিং অফিসারের সামনেই এ সব চলতে থাকে। তিনি কাউকে বাধা দেননি।

স্থানীয় সূত্রে খবর, এলাকার তৃণমূল নেতা ওহেদ আলি, নাজিমুদ্দিনেরা ভোট দেওয়াচ্ছিলেন। ওয়েব কাস্টিংয়ের মাধ্যমে দেখা যায়, ইলামবাজারের ২৫ নম্বর বুথে এক ব্যক্তি বার বার বুথে ঢোকার চেষ্টা করছেন এবং ভোটারদের প্রভাবিত

এরপর ৩ পাতায়

এক ভোটারকে চড় মারলেন বিধায়ক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা নির্বাচনের চতুর্থ দফায় ভোটগ্রহণ চলছে। দেশের মোট ৯৬টি কেন্দ্রে চলছে ভোটদান। এই পরিস্থিতিতে অন্ধ্রপ্রদেশের গুনটুরে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদর্শনের যে কুৎসিত ছবি ফুটে উঠতে দেখা গেল তাকে ঘিরে বিতর্ক ঘনিয়েছে। এক ভোটারকে চড় মারলেন বিধায়ক।প্রসঙ্গত, এদিন অন্ধ্রপ্রদেশের ২৫টি লোকসভা কেন্দ্র ও ১৭৫টি বিধানসভা কেন্দ্রে চলছে ভোটগ্রহণ। বিজেপি ও এন চন্দ্রবাবু নাইডুর তেলুগু দেশম পার্টির থেকে ওয়াই এস জগনমোহন রেড্ডির নেতৃত্বাধীন ওয়াই এস আর কংগ্রেস এগিয়ে রয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। এই অবস্থায় ওয়াই এস আর কংগ্রেসের বিধায়কই জড়ালেন বিতর্কে। পালটা বিধায়ককেও চড় মারতে দেখা গেল সেই ভোটারকে। যার পর কার্যতই বচসা চরম আকারে পৌঁছায়। ভাইরাল হয়েছে ঘটনার ভিডিও

এরপর ৩ পাতায়

অশান্তির ছবি ফিরল চতুর্থ দফার নির্বাচনে!

বেলা বাড়তেই একের পর এক জায়গায় অশান্তির ছবি

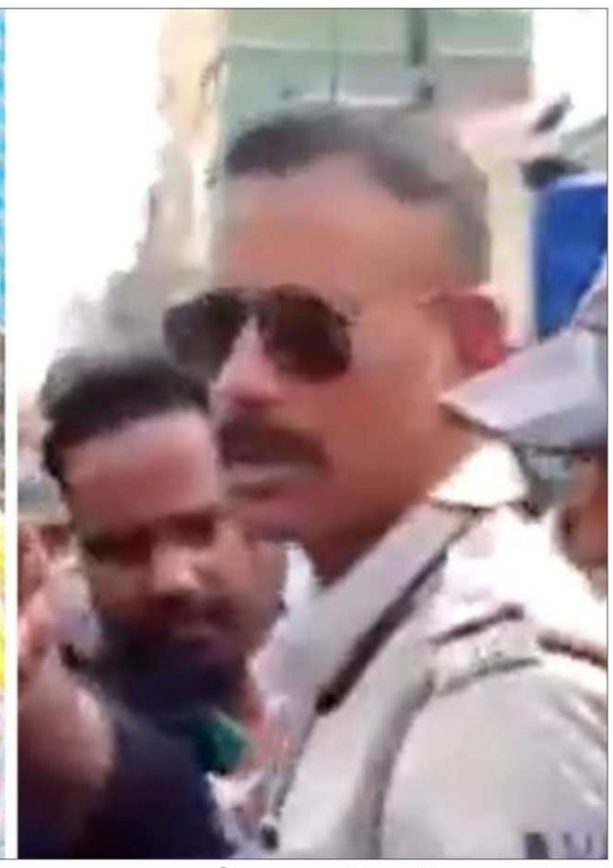

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অশান্তির ছবি ফিরল চতুর্থ দফার নির্বাচনে! বেলা বাড়তেই একের পর এক জায়গায় অশান্তির ছবি। বিশেষ করে রণক্ষেত্রের পরিস্থিতি মন্তেশ্বর, দুর্গাপুর ১২ নম্বর ওয়ার্ডে। বিজেপি-তৃণমূলের মধ্যে সংঘাতের ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা। ভাঙচুর করা হল দিলীপ ঘোষের কনভয়ের গাড়িও।সেখানে ১২ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি এবং তৃণমূল সংঘর্ষে ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। বিজেপি কর্মীদের ব্যাপক মারধরের অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে একেবারে রণক্ষেত্র পরিস্থিতি তৈরি হয়। ঘটনার পরেই ক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মী ও এলাকাবাসী রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী। ব্যাপক উত্তেজনা। অন্যদিকে ধুন্ধুমার বর্ধমানের মন্তেশ্বরে! একেবারে বাঁশ উঁচিয়ে দিলীপ ঘোষকে বাধা, গাড়ির সামনেই শুয়ে পড়ে বিক্ষোভ তৃণমূলকর্মীদের।

বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষের গাড়ি আটকে দেওয়া হল রাস্তাতেই। কিছুতেই এগোতে দেবেন না তাঁরা দিলীপ ঘোষকে, সরব হলেন তৃণমূল কর্মীরা। গাড়ির সামনেই শুয়ে পড়লেন তৃণমূলকর্মীরা। এমনকি প্রাক্তন রাজ্য সভাপতির কনভয়ে থাকা গাড়িও ভাঙচুর করা হয়েছে

এরপর ৩ পাতায়

ভোটের সকাল থেকে এ বুথ ও বুথ

ছুটে বেড়াচ্ছেন অধীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভোট চতুর্থীতে বড় পরীক্ষা বহরমপুরের পাঁচবারের সাংসদ অধীর চৌধুরীর। এবার তিনি ডবল হ্যাটট্রিকের মুখে দাঁড়িয়ে। জিতলে রেকর্ড, হারলে 'বড় খবর'। সোমবার ভোটের সকাল থেকে এ বুথ ও বুথ ছুটে বেড়াচ্ছেন অধীর। এরইমাঝে টিভিনাইন বাংলায় বিস্ফোরক দাবি করলেন বহরমপুরের 'রবিনহুড'। তাঁর কথায়, টাকা নিয়ে তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন ইউসুফ পাঠান।অধীরের কটাক্ষ, রাজস্থানে কেউ মারা গেলে কান্নার লোক না পেলে যেমন রুদালি ভাড়া করা হয়, এখানে ভোটালি আগামিদিনে চালু হবে। তবে একইসঙ্গে তিনি বলেন, ভোট ভাল হচ্ছে। যদিও তার পুরো ক্রেডিটই অধীর দিয়েছেন কেন্দ্রীয় বাহিনী ও জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে।অধীর চৌধুরীর দাবি, "আমার কাছে যা খবর অন কনর্ট্যাক্ট ভোট করতে এসেছেন তৃণমূলের যিনি প্রার্থী। যেমন আইপিএল খেলতে যান শ্রীলঙ্কায় ৪ কোটি না ৫ কোটি টাকায়। আমার কাছে যা খবর, এখানে যে ভোট করতে এসেছেন তাতে ১২ কোটির চুক্তি হয়েছে। কনর্ট্যাক্টে ভোট হচ্ছে।"

বেআইনি অস্ত্র এবং গুলির কারবারও ছিল সন্দেশখালির 'বাঘে'র

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আদালতের নির্দেশে বর্তমানে সন্দেশখালি কাণ্ডের তদন্ত করছে সিবিআই ।রোজ উঠে আসছে নিত্য নতুন তথ্য। সর্বপ্রথম রেশন দুর্নীতির সূত্রে উঠে এসেছিল শেখ শাহজাহানের নাম। এরপর তাঁর একের পর এক কীর্তির কথা জেনেছে রাজ্যবাসী। বলপূর্বক জমি দখল থেকে শুরু করে ভেড়ি দখল, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে ভুরি ভুরি।এই বিষয়ে সিবিআইয়ের একজন কর্তা বলেন, 'শুধুমাত্র অনুমান করে আমরা এমনটা বলছি না। আবু তালেব মোল্লার বাড়ি থেকে শাহজাহান এবং তাঁর ভাই শেখ আলমগীরের নামে আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স উদ্ধার হয়েছে। এরপরেই আমাদের সন্দেহ হয়। এরপর এই নিয়ে খোঁজ শুরু করা হয়'। সূত্রের দাবি, বাইরের রাজ্য থেকে ভুয়ো নথি দিয়ে নেওয়া লাইসেন্সের ওপর ভিত্তি করে নানান সরকারি দোকান থেকে কার্তুজ কিনতেন শাহজাহান এবং তাঁর বাহিনী। এরপর দুষ্কৃতীমহলে তা মোটা টাকায় বিক্রি করা হতো। উল্লেখ্য, আবু তালেব মোল্লার বাড়ি থেকে প্রচুর কার্তুজও পাওয়া গিয়েছিল। পরে জানা যায়, সেগুলো সরকারি দোকান থেকে কেনা হয়েছিল। কলকাতার বেশ কয়েকটি দোকানের রশিদও মিলেছিল তাঁর বাড়িতে।তবে এবার কেন্দ্রীয় এজেন্সি সূত্রে দাবি, বেআইনি অস্ত্র এবং গুলির কারবারও (Illegal Weapon Business) ছিল সন্দেশখালির 'বাঘে'র।

রাজ্যজুড়ে লোকসভা নির্বাচন চলাকালীনই সন্দেশখালিতে (Sandeshkhali) হানা দিয়েছিল সিবিআই (CBI)। এক শাহজাহান ঘনিষ্ঠের আত্মীয়ের বাড়িতে হানা দিয়ে উদ্ধার হয়েছিল বিপুল অস্ত্রভাণ্ডার। সন্দেশখালির সরবেড়িয়া মল্লিকপুর পঞ্চায়েত এলাকা নিবাসী আবু তালেব মোল্লার বাড়ি থেকে মিলেছিল বিদেশি পিস্তল, রিভলভার থেকে শুরু করে কার্তুজ। ইতিমধ্যেই সেগুলি সামনে রেখে তদন্তে নেমে পড়েছে সিবিআই।

তবে এবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে দাবি করা হচ্ছে, ভুয়ো কাগজ দিয়ে বাইরের রাজ্য থেকে অন্তত ৫০০টি বন্দুকের লাইসেন্স বানিয়েছিলেন শাহজাহান এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা। ইতিমধ্যেই প্রায় ৬০টির হদিশ মিলেছে বলে খবর।

গোয়েন্দাদের দাবি, শাহজাহানের ঘনিষ্ঠদের কাছে এখনও কয়েক হাজার কার্তুজ এবং নানান ধরণের কয়েকশো দেশি-বিদেশি পিস্তল মজুত আছে বলে খবর মিলেছে। এক তদন্তকারীর কথায়, এখনও সন্দেশখালির 'বাঘে'র

এরপর ৩ পাতায়

সন্দেশখালি গৃহবধুর বাড়িতে গিয়ে হুমকি রেখার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিস্ফোরক অভিযোগ উঠল উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থী রেখা পাত্র'র বিরুদ্ধে। অভিযোগ উঠেছে, ধর্ষণের 'অসত্য অভিযোগ' তুলে নিতে চাওয়ায় সন্দেশখালির এক গৃহবধূকে বাড়িতে গিয়ে হুমকি দিয়ে এসেছেন রেখা আর তাঁর সঙ্গে থাকা বিজেপির লোকেরা।সম্প্রতি চতুর্দিকে ধর্ষণের অভিযোগ অস্বীকারের খবর পেয়ে হয়তো ওই মহিলা ভয় পেয়ে যান। আর তার জেরেই তিনি ধর্ষণের 'অসত্য অভিযোগ' প্রত্যাহার করে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই চেষ্টা করতেই আসে হুমকি। কেননা সন্দেশখালির ওই গৃহবধূ যে ধর্ষণের অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিতে চান, সেই খবর কোনও ভাবে ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। খবরটি চাউর হতেই বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা-সহ বিজেপির কর্মীরা রবিবার রাতে হানা দেন তাঁদের বাড়িতে। আর সেই ঘটনাতেই আতঙ্কিত ওই মহিলা সোমবার সকালেই নিরাপত্তা চেয়ে দ্বারস্থ হয়েছেন

এরপর ৩ পাতায়

২০০ টি আসনও পাবে না বিজেপি: মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০০ টি আসনও পাবে না বিজেপি! ভোট প্রচারে গিয়ে দেশে ঠিক কতগুলি আসন পাবে তা জানিয়ে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ সোমবার বনগাঁয় ভোট প্রচারে যান। আর সেখান থেকেই বিজেপি এবং নরেন্দ্র মোদীকে তীব্র আক্রমণ শানান তৃণমূল সুপ্রিমো।

একই সঙ্গে মতুয়া আবেগকেও কার্যত ভোট প্রচারে তুললেন।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সিএএ নিয়ে এসেছ উনি এখনও তা করেননি কেন? জানেন তা করালেই বিদেশি হয়ে যাবেন। মতুয়াদের ভালোবাসলে কেন নিঃশর্তে অধিকার দিচ্ছেন না কেন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন প্রশাসনিক প্রধান। ফর্ম ফিল আপ করতে কেন দেওয়া হচ্ছে না তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। আর তা নিয়েই শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক তরজা। এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত শান্তনু ঠাকুরের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।বললেন, ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক দীর্ঘকালের। এমনকি বড়মার কথাও উঠে আসে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে।

প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করে এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কিছুতেই সিএএ করতে দেওয়া হবে না। সবাই নাগরিক। এমনকি সংরক্ষণ নিয়েও নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণ শানান। আর তা বলতে গিয়ে মমতা বলেন, এবার আর মোদী আসছে না দিল্লিতে। ইন্ডিয়া জোটকে সরকার গড়তে দিদি সাহায্য করবে। দেখা গিয়েছে, ইন্ডিয়া জোট ৩১৫ টি আসন পাবে। বিজেপি এবার ২০০ পার করতে পারবে না। বড়জোর হলে ১৯৫ টি আসন বিজেপি দেশজুড়ে পেতে পারে বলে মন্তব্য করেন তৃণমূল সুপ্রিমো। আর তা এখন থেকেই স্লোগান তুলতে হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

তবে এদিন কথা বলতে গিয়ে বিস্ফোরক দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী । বলেন, সীমান্ত এলাকায় ভোট করাতে বাহিনীকে কাজে লাগাচ্ছে বিজেপি। এই বিষয়ে মানুষকে সতর্ক থাকার কথা বলেন। পাশাপাশি বনগাঁর

এরপর ৩ পাতায়

কেউ নাগরিকত্ব খোয়ালে আমি আপনাদের ফেলা থুতু চাটব: মিঠুন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিত্যদিন নতুন সংলাপে ভোট বাজার গরম করেন মিঠুন চক্রবর্তী । বর্তমানে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে গেরুয়া শিবিরের হয়ে প্রচারে ব্যস্ত মোদির 'স্টার সেনাপতি'। প্রচারের ময়দানে একাই একশো 'মহাগুরু'! এবার অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের হয়ে ভোটপ্রচারে গিয়ে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন নিয়ে নতুন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন মিঠুন।

রোড শো থেকেই মিঠুনের আরও সংযোজন, "২৫ মে পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিন। আমি চাই অভিজিৎ স্যর জিতুন, ওঁর মতো সৎ এবং স্বচ্ছ মানুষ আমাদের চাই। এই রাজ্য থেকে চোর তাড়াতে হবে।" রবিবার সকাল ১১ টা ২০ মিনিটে কোলাঘাটে একটি হোটেলের সামনে ফাঁকা জায়গায় মিঠুন চক্রবর্তীর হেলিকপ্টার নামে। তাঁকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির তমলুক জেলার বিজেপি কর্মকর্তারা। হেলিকপ্টার থেকে নেমে গাড়িতে চেপে মিঠুন চলে যান কোলাঘাট স্টেশনের টিকিট কাউন্টার লাগোয়া এলাকায়। সেখান থেকে শুরু হয় মিঠুনের রোড শো। হুড খোলা গাড়িতে মিঠুনের সঙ্গে ছিলেন প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, তাপসী মণ্ডলরা। তাপসী জানান, শরীর খারাপ থাকা সত্ত্বেও উনি ১ ঘণ্টা রোড শো করেন। সিএএ-র জন্য কেউ নাগরিকত্ব খোয়ালে আমি আপনাদের ফেলা থুতু চাটব", রবিবার কোলাঘাটে গিয়ে ঠিক এই ভাষাতেই কথা বললেন মহাগুরু। তাঁর মন্তব্য, তৃণমূলের কাজ শুধু মিথ্যে কথা বলা। তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সমর্থনে এদিন কোলাঘাটে রোড শো করেন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। সেখানেই মিঠুনের মন্তব্য, "সিএএ নিয়ে মিথ্যে প্রচার করছে একটা দল। এদের মিথ্যে লগ্নে জন্ম এবং দুর্নীতি এদের রাশি। সিএএ নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য, কারও নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার জন্য নয়। যদি মিথ্যা কথা বলি তাহলে আপনারা থুতু ফেলবেন, আমি তা চাটব। আর এই আইনটা শুধু মুসলমান ভাই-বোনদের জন্য নয়। এটা আমার জন্য, খ্রিস্টানদের জন্য, শিখ ভাইদের জন্য। সকলের জন্য। তাহলে ঝামেলা কীসের? যাদের কাছে সত্যিকারের আধার কার্ড রয়েছে তারাই ভারতবর্ষের নাগরিক। আর বাড়ির মালিককে কেউ ধাক্কা মেরে বার করতে পারে? আপনার কাছে যদি আধার কার্ড থাকে কেউ বার করে দেবে আপনাকে বাড়ি থেকে? এই সব মিথ্যে কথা বলে বলে মুসলমান ভাই-বোনেদের ভয় দেখাচ্ছে।"

কে অপরের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ

শান্তি নির্বিঘ্নে নদীয়া দুই কেন্দ্রের ভোট সম্পূর্ণ হলো

অভিজিৎ সাহা, নদিয়া : নিউজ সারাদিন : রাজ্যের চতুর্থ দফা নির্বাচন সুস্থ ভাবেই সম্পূর্ণ হলো। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর কেন্দ্র এবং রানাঘাট কেন্দ্রে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কৃষ্ণনগর কেন্দ্রর বিধানসভা কেন্দ্র গুলির মধ্যে কৃষ্ণনগর উত্তর, কৃষ্ণনগর দক্ষিণ, নাকাশিপাড়া, কালিগঞ্জ পলাশীপাড়া, তেহট্ট এবং চাপড়া নির্বাচন হল। মোট ভোটার ১৭৫৪৩৭৭ পুরুষ ভোটার ৯০৬১২৫ মহিলা ভোটার৮৪৮২২৬, তৃতীয় লিঙ্গ ২৬ জন। বুথের সংখ্যা ছিল ১৮৪১ ভোট গ্রহণ কেন্দ্র ছিল ১১৬১ কেন্দ্র বাহিনী ছিল ৮১ ব্যাটেলিয়ন এবং রাজ্য পুলিশ ছিল ৩৮০০ জন।

রানাঘাট কেন্দ্রের বিধানসভা কেন্দ্রগুলি হল রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম,রানাঘাট উত্তর-পূর্ব,রানাঘাট দক্ষিণ, কৃষ্ণগঞ্জ, চাকদহ, শান্তিপুর, নবদ্বীপ। মোট ভোটার সংখ্যা ছিল১৮৭১৯১০ এর মধ্যে পুরুষ ৯৫৯৩৬৪, মহিলা ৯১২৪৮৬ এবং তৃতীয় লিঙ্গ ৬০ জন। বুথের সংখ্যা ছিল ১৯৮৩, ভোট গ্রহণ কেন্দ্র ১১৫৭, কেন্দ্রীয় বাহিনী ৫৪ ব্যাটেলিয়ান এবং রাজ্য পুলিশ ৩৫০০ জন ছিল।

দুই কেন্দ্রেই শান্তি এবং নির্বিঘ্নে উভয় পক্ষের কয়েকটি অভিযোগ ছাড়া ভোট শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রে ৮০.৭৯% এবং রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রে ৮১.২৩% ভোট গ্রহণ হয়েছে।

চার বিজেপি কর্মীকে গ্রেপ্তার করল সন্দেশখালি থানার পুলিশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালিতে তৃণমূল উত্তেজনার ঘটনায় চার বিজেপি কর্মীকে গ্রেপ্তার করল সন্দেশখালি থানার পুলিশ। রবিবার গভীর রাতে এলাকায় তদন্তে যায় বিশাল পুলিশবাহিনী। আপাতত মিনাখা থানায় রাখা হয়েছে তাদের। সোমবারই পেশ করা হবে বসিরহাট আদালতে।বাঁশ, লাঠি হাতে মহিলারা তৃণমূল নেতার উপর চড়াও হন। রাস্তায় ফেলে বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলে মারধর। পোশাক ছিঁড়ে যায় তাঁর। স্থানীয় মহিলাদের অভিযোগ, বিধায়কের যোগসাজশে ওই তৃণমূল নেতারা ফেক ভিডিও তৈরি করছেন। পরে তা সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল করা হচ্ছে। তারই প্রতিবাদে বিক্ষোভ। অবিলম্বে তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে পুলিশি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন মহিলারা। বিজেপির ইন্ধনে অশান্তি বলেই দাবি তৃণমূল বিধায়ক সুকুমার মাহাতোর। এই ঘটনারই তদন্তে গভীর রাতে গ্রামে পৌঁছয় বিশাল পুলিশবাহিনী। শুরু হয় ধরপাকড়।রবিবারের মারধরের ঘটনায় বিজেপি নেতা উৎপল মাইতি ও সুপ্রকাশ মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।পুলিশের জালে গীতা বর নামে এক মহিলা বিজেপি কর্মী। এছাড়াও আরও বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মীকেও আটক করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সবমিলিয়ে মোট চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের সকলকে আপাতত মিনাখা থানায় রাখা হয়েছে। বসিরহাট আদালতে পেশের আগে নিয়মানুযায়ী স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা হবে সকলের।

উল্লেখ্য, রবিবার বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র এবং বিজেপি নেত্রী অর্চনা মজুমদারের নেতৃত্বে সন্দেশখালি থানা ঘেরাও করা হয়। পুলিশের সঙ্গে একপ্রস্থ কথা কাটাকাটিও হয় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের। তারই মাঝে তৃণমূল বিধায়ক সুকুমার মাহাতো এবং তৃণমূল নেতা দিলীপ মল্লিক গ্রামেরই একটি বাড়িতে রয়েছেন বলেই খবর পান স্থানীয় মহিলারা। ওই বাড়ির সামনে পৌঁছন রণংদেহী মহিলারা। বাড়ি থেকে টেনে বের করা হয় এক তৃণমূল নেতাকে।

কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রে বিক্ষিপ্ত অশান্তির অভিযোগ উঠেছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রে বিক্ষিপ্ত অশান্তির অভিযোগ উঠেছে। সিপিএম ও তৃণমূলের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে কয়েকটি জায়গায়। বামেদের অভিযোগ, এলাকায় সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে শাসকদল। একই অভিযোগ করেছে বিজেপিও। পাল্টা বিজেপি এবং সিপিএমের বিরুদ্ধে এলাকায় সন্ত্রাস ছড়ানোর অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল।অন্য দিকে, কৃষ্ণনগর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান রুকবানুর রহমান বলেন, "শান্তিপূর্ণ ভোটে বাম এবং বিজেপি ইচ্ছাকৃত অশান্তি করতে চাইছে। তৃণমূল কর্মীরা যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিচ্ছে।"সোমবার সকালে ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার কিছু পরেই তেহট্টের থানারপাড়া থানা এলাকায় একটি বুথে সিপিএমের পোলিং এজেন্টকে বসতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। স্থানীয় সূত্রে খবর, দু'পক্ষের মধ্যে প্রথমে বচসা এবং পরে হাতাহাতিও হয়। সেই ঘটনায় এক বাম কর্মীর মাথা ফাটে বলে অভিযোগ। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে থানারপাড়া থানার পুলিশ। নাকাশিপাড়ার আড়ারবেঘিয়া গ্রামের একটি বুথে একই ঘটনা ঘটেছে। সেখানে এক সিপিএম কর্মীকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। চাপড়াতে সিপিএমের এক এজেন্টকে মারধর করে বুথ থেকে বার করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। যদিও সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে শাসকদল।চাপরা বিধানসভার সোনপুকুর দাস পাড়ায় ৯ এবং ১০ নম্বর বুথে সিপিএমের ভোটারদের ভোট দিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। তেহট্ট বিধানসভার নারায়ণপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৭ এবং ১৯ নম্বর বুথেও গন্ডগোল হয়েছে। সেখানে সিপিএম এজেন্টকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ শাসকদলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, সিপিএম পরিচালিত পালিতবেঘিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত কালীগঞ্জ থানা এলাকাতেও সিপিএমের পঞ্চায়েত প্রধানের আত্মীয়ের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছেন তৃণমূলের লোকেরা। আক্রান্ত ব্যক্তির নাম হাসমুত শেখ। অভিযোগ, সিপিএমের ক্যাম্পে বসতে দিচ্ছে না শাসকদলের নেতা-কর্মীরা। কৃষ্ণনগরের সিপিএম প্রার্থী এসএম সাদির অভিযোগ, "তৃণমূল সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে সকাল থেকেই। বাম কর্মীরা বিভিন্ন জায়গায় প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। সন্ত্রাস রুখে দেবে তারা। সাধারণ মানুষ ভোট দেবেন। বিভিন্ন জায়গায় পুলিশকে জানিয়েও ব্যবস্থা হয়নি।" বিজেপি প্রার্থী অমৃত রায় বলেন, "তৃণমূল ভোটারদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে। আমরা নির্বাচন কমিশনকে বিষয়টা জানিয়েছি।"

আশাকর্মী পদে চাকরি

দেওয়ার নামে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠল ঘাটালের তৃণমূল নেতা রামপদ মান্নার বিরুদ্ধে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এক মহিলাকে আশাকর্মী পদে চাকরি দেওয়ার নামে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠল ঘাটালের তৃণমূল নেতা রামপদ মান্নার বিরুদ্ধে! তিনি পরিচিত বিদায়ী সাংসদ দেবের 'প্রতিনিধি' হিসাবে। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে মামলা গড়িয়েছে হাই কোর্টে। শনিবার সেই মামলার শুনানি ছিল কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের বেঞ্চে।যদিও রামপদকে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, "কে অভিযোগ করেছে আমি চিনিও না। জানিও না। আমার কাছে এ রকম কোনও খবর নেই।" রামপদকে নিয়ে ওঠা অভিযোগ পৌঁছেছে ঘাটালের তৃণমূল প্রার্থী দেবের কানেও। সোমবার তিনি বলেন, "তদন্ত হবে। যে দোষী তাকে শাস্তি পেতে হবে।"

গোটা ঘটনা নিয়ে শাসকদল তৃণমূল ও বিদায়ী সাংসদ দেবকে বিঁধেছেন ঘাটালের বিজেপি প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, "গত আড়াই বছর ধরে বলে আসছি। কিছু দিন আগেই একটি অডিয়ো ভাইরাল হয়েছিল, তাতে এক সোনা ব্যবসায়ীও অভিযোগ করেছিল। উনি (দেব) চুরি ছাড়া কিছু কাজ করেন না। রামপদও চাকরি দেওয়ার নাম করে বাজার থেকে সাত কোটি টাকা তুলে দিয়েছেন। গরিব মানুষকে শোষণ করছে এরা।"ইমেল মারফত জেলা পুলিশের কাছেও অভিযোগ দায়ের করেছেন মহিলার বাবা। অন্য দিকে, রামপদের দাবি, তিনি অভিযোগকারীকে চেনেন না। তবে ঘাটলের তৃণমূল প্রার্থী তথা অভিনেতা দেব স্পষ্ট জানিয়েছেন, কেউ যদি দোষ করে থাকেন, তা হলে শাস্তি পেতে হবে। পুরো বিষয়টি নিয়ে শাসকদলকে বিঁধেছে বিজেপি।স্থানীয় সূত্রে

এরপর ৪ পাতায়

নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অরণ্য সংরক্ষণ সম্পর্কিত

১৯তম অধিবেশনের মঞ্চে ভারতের উপস্থিতি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গত ৬ মে থেকে ১০ মে পর্যন্ত নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদর দপ্তরে আয়োজিত ইউনাইটেড নেশনস ফোরাম অন ফরেস্টস (ইউএনএফএফ)-এর ১৯তম অধিবেশনে ভারত অংশগ্রহণ করে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের এই বিশেষ মঞ্চে ভারতের পক্ষ থেকে অরণ্য সংরক্ষণ এবং নিরন্তর অরণ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দেশের সার্বিক অগ্রগতির একটি চিত্র তুলে ধরা হয়। বলা হয় যে গত ১৫ বছর ধরে ভারতে অরণ্যভূমির আয়তন নিরন্তরভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১০-২০২০ পর্যন্ত সময়কালে বিশ্বের যে সমস্ত দেশ অরণ্যভূমি সংরক্ষণ ও তার বিস্তারে সাফল্য দেখিয়েছে, ভারত তার মধ্যে তৃতীয় স্থানটি অধিকার করে নিয়েছে। জীববৈচিত্র্য এবং বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ভারত যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়িত করছে তার একটি সার্বিক বিশ্লেষণও তুলে ধরা হয় রাষ্ট্রসঙ্ঘের নির্দিষ্ট মঞ্চটিতে। তা থেকে জানা যায় যে দেশে বর্তমানে ১ হাজারেরও বেশি অভয়ারণ্য, জাতীয় উদ্যান, ব্যাঘ্র সংরক্ষণ প্রকল্প, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং বন্যপ্রাণী সম্পর্কিত অন্যান্য প্রচেষ্টা ও কর্মসূচির সম্প্রসারণ ঘটেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারত সম্প্রতি ব্যাঘ্র প্রকল্পের ৫০ বছর এবং হস্তী প্রকল্পের ৩০ বছর পূর্তি উদযাপন করেছে। বৃক্ষ রোপণ এবং পতিত অরণ্যভূমির পুনরুদ্ধার ও পুনরুন্নয়নের মতো বিষয়গুলিকে ভারত আরও জোরদার করে তোলার জন্য 'গ্রিন ক্রেডিট' কর্মসূচিরও অংশীদার হয়েছে। এর লক্ষ্য হল, জলবায়ু সংরক্ষণের লক্ষ্যে যাবতীয় ব্যবস্থা ও প্রচেষ্টাকে আরও শক্তিশালী করে তোলা। এর আগে ২০২৩-এর অক্টোবরে ভারতের দেরাদুনে ইউএনএফএফ-এর আওতায় এক বিশেষ কর্মসূচিরও আয়োজন করা হয়। বিশ্বের ৪০টি দেশ এবং ২০টি আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সংগঠনের প্রতিনিধিরা তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অরণ্যে দাবানলের মতো পরিস্থিতির কিভাবে মোকাবিলা করতে হয়, সে সম্পর্কেও ভারত পর্তুগাল ও কোরিয়ার মতো দেশগুলির সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কর্মসূচি রূপায়ণে সচেষ্ট রয়েছে। এ বছর রাষ্ট্রসঙ্ঘের এই বিশেষ মঞ্চে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন অরণ্য দপ্তরের মহানির্দেশক তথা কেন্দ্রীয় পরিবেশ, অরণ্য ও জলবায়ু পরিবর্তন দপ্তরের বিশেষ সচিব শ্রী জিতেন্দ্র কুমার।

দুবছরেরও বেশি সময় ধরে চলছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দুবছরেরও বেশি সময় ধরে চলছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। লাগাতার হামলা করেও যুদ্ধে জিততে পারেনি রাশিয়া। অথচ অকাতরে খরচ হচ্ছে অর্থ। যার ফলে বেজায় ক্ষিপ্ত মস্কো প্রধান পুতিন। যুদ্ধের দুর্বলতার দায় দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর ঘাড়ে ফেলেতাকে বর্খাস্ত করলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।মন্ত্রিসভার রদবদলের ঘোষণা করতে গিয়ে ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকোভ জানান, ১৯৮০ দশকের সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো অবস্থা হচ্ছে রাশিয়ার। সেনা ও পুলিশ খাতেই দেশের ৭.৪ শতাংশ অর্থ ব্যয় হচ্ছে। সেই জন্যই প্রেসিডেন্ট পুতিন চান, এই দুই ক্ষেত্রের খরচ যেন দেশের অন্যান্য খাতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে।তার বদলে দেশের অর্থনীতিবিদকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী করেছেন পুতিন। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, যুদ্ধের ব্যাপক খরচে রাশ টানতে অর্থনীতিবিদকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী করেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট।

২০১২ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত রাশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন সের্গেই শোইগু। তাঁর আমলেই ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে রাশিয়া। কিন্তু যুদ্ধে এখনও সেভাবে সাফল্যের মুখ দেখেনি মস্কো। এহেন পরিস্থিতিতেই শোইগুকে নিরাপত্তা কাউন্সিলের সেক্রেটারি করা হয়েছে। গুরুত্বের বিচারে এই পদ প্রতিরক্ষামন্ত্রীর চেয়েও অনেক উঁচু।

শোইগুর পরিবর্তে প্রতিরক্ষামন্ত্রী করা হয়েছে আন্দ্রেই বেলুশভকে। রাশিয়ার প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এই বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ। যুদ্ধ বা সামরিক ক্ষেত্রে তাঁর জ্ঞান সীমিত বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের। কিন্তু দেশের প্রতিরক্ষা সামলানোর ভার তাঁর হাতেই তুলে দিলেন প্রেসিডেন্ট। তার কারণ, সামরিক খাতে ব্যয়ের পরিমাণ হুহু করে বেড়েই চলেছে। সেই খরচে কাটছাঁট করতেই অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞকে বসানো হয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের শীর্ষ পদে।

একের পর এক স্বস্তির খবর আসছে আম আদমি পার্টি শিবিরে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : একের পর এক স্বস্তির খবর আসছে আম আদমি পার্টি শিবিরে। গত শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের রায়ে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পেয়েছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ১ জুন অবধি তাঁকে জামিনে মুক্ত থাকতে অনুমতি দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত।উল্লেখ্য, গত ২১ মার্চ আবগারি মামলায় গ্রেফতার হয়েছিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তারপর থেকেই নয়াদিল্লিতে কার্যত রাজনৈতিক ঝড় চলছে। কিন্তু কেজরিওয়ালকে তিহাড় জেলের বন্দি থাকতে হয়েছে। অবশেষে নির্বাচনের কথা ভেবে কেজরিওয়ালকে সাময়িক স্বস্তি দিতে রাজি হয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। যদিও শর্ত রাখা হয়েছে, কেজরিওয়াল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর দফতর ও সচিবালয়ে যেতে পারবেন না। কিন্তু কেজরিওয়ালকে নিয়ে ইতিমধ্যেই দিল্লি ও পাঞ্জাবে নতুন উদ্যমে প্রচারে ঝড় তুলছে আপ। বিজেপি যদিও বারবারই কেজরিওয়ালের পদত্যাগ দাবি করে আসছে। পাল্টা আপ নেতৃত্বও বলে আসছেন, জেল থেকেই সরকার চালাবেন কেজরিওয়াল। এটা একনায়কতন্ত্র ও অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে লড়াই। জেল থেকে বেরিয়েই যে দাবিতে সুর চড়িয়েছেন কেজরিওয়াল। অবশেষে সুপ্রিম কোর্টও এই দাবি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল। নিঃসন্দেহে যা আপের কাছে বড় খবর।এরপর আজ

এরপর ৪ পাতায়

ভোট দিতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে

মারছে তৃণমূলে পড়ছে বিজেপির ফুলে: মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : যে চার দফা ভোট হয়ে গেছে তাতে স্পষ্ট বিজেপি আর থাকছে না। বনগাঁর জনসভা থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করে দিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোট প্রচারে বাংলায় এসে নরেন্দ্র মোদী বারবার যে গ্যারান্টির কথা বলছেন তাকেও কার্যত 'জুমলা' বলেছেন মমতা।মমতার আরও দাবি, ভোটের জন্য বিজেপি যে বিজ্ঞাপন করছে তাতেও তাঁর নাম ব্যবহার করছে! জল দেওয়ার নামে ভোটারদের মিথ্য কথা বলছে তারা। বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে দেওয়ার প্রকল্পে ৭০ শতাংশ টাকা, জমি এবং রক্ষণাবেক্ষণ সব রাজ্য সরকার করে বলে জানিয়েছেন মমতা। একই সঙ্গে তাঁর কথায় উঠে আসে সেই সন্দেশখালি প্রসঙ্গ। সন্দেশখালির মা বোনেদের অসম্মান করার জন্য টাকা খরচ করছে বিজেপি, এমন অভিযোগ ফের এদিন করেন তৃণমূল নেত্রী। তাঁর কথায়, মোদী সকাল-সন্ধে যা বলছেন তা আসলে নো-গ্যারান্টি। পুরোটাই ভুয়ো। একাধিক প্রকল্পের টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে না, তৃণমূলের এই অভিযোগ নতুন নয়। এই নিয়ে কথা বলতে গিয়েই এদিন মমতা বলেন, "বাংলার বাড়ির টাকা দিচ্ছে না, সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। ফুড ডিপার্টমেন্টের টাকাও বন্ধ। ১০০ দিনের কাজের টাকাও দিচ্ছে না। এদিকে রোজ বড় বড় কথা বলছে।" এই প্রেক্ষিতে নরেন্দ্র মোদীকে

এরপর ৪ পাতায়

১-ম পাতার পর

বীরভূমের ইলামবাজারের ২৫ নম্বর বুথ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল প্রিসাইডিং অফিসারকে

করছেন। প্রিসাইডিং অফিসার কিছু করছেন না। তৎক্ষণাৎ ওই অফিসারকে সরিয়ে দেওয়া হয়। রিজার্ভ রাখা অন্য ভোটকর্মীদের মধ্যে থেকে কিছু ক্ষণের মধ্যেই আর এক জন প্রিসাইডিং অফিসারকে পাঠানো হবে ওই বুথে।

১-ম পাতার পর

এক ভোটারকে চড় মারলেন বিধায়ক

(যদি সেটির সত্যতা যাচাই করেনি সারাদিন পক্ষে। শুরু হয়েছে নিন্দার ঝড়।

কী দেখা গিয়েছে ওই ভিডিওয়? ওয়াই এস আর কংগ্রেসের বিধায়ক এ শিব কুমারকে দেখা যাচ্ছে লাইন টপকে এগিয়ে এসে এক ভোটারকে চড় মারতে। তার পরই তাঁকে পালটা চড় মারেন ওই ভোটার। এর পরই শিব কুমারের সঙ্গীদের দেখা যায় একসঙ্গে মিলে ওই ভোটারকে নিগ্রহ করতে। লাইনে আশপাশে দাঁড়ানো অন্য ভোটারদের দেখা গেল তাঁদের থামানোর চেষ্টা করতে। সেকেন্ড দশেকের ভিডিওয় লাইনের আশপাশে কোনও নিরাপত্তা কর্মীদের দেখা যায়নি। ঠিক কেন ওই বিধায়ক চড়াও হলেন ভোটারের উপরে? তা অবশ্য এখনও জানা যায়নি। কিন্তু অভিযোগ, তিনি লাইন ভেঙে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক, একজন জন প্রতিনিধি ভোটারের উপরে চড়াও হয়ে এভাবে নিগ্রহ করতে পারেন কীভাবে এই প্রশ্ন তুলে সরব হয়েছে নেটিজেনরা। এই ঘটনায় দ্রুত পদক্ষেপের আর্জিও জানিয়েছেন অনেকেই।

১-ম পাতার পর

বেআইনি অস্ত্র এবং গুলির কারবারও ছিল সন্দেশখালির 'বাঘে'র

অস্ত্রভাণ্ডারের খোঁজ চলছে। অন্যান্য কেন্দ্রীয় এজেন্সির গোয়েন্দাদের সঙ্গে এই নিয়ে মিটিং করা হয়েছে। পরিস্থিতি বুঝে আদালতে রিপোর্ট জমা করা হবে এবং এরপর কী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে তা ঠিক করা হবে।

সিবিআইয়ের দাবি, ইতিমধ্যেই সন্দেশখালি এবং তার পার্শ্ববর্তী নানান এলাকায় বাইরের রাজ্যের প্রায় ৬০টির বেশি লাইসেন্সের খোঁজ মিলেছে। ভুয়ো কাগজ দিয়ে বাইরের রাজ্য থেকে সেই সকল লাইসেন্স তৈরি করা হয়েছে বলে দাবি গোয়েন্দাদের। সেগুলো দেখিয়ে প্রথমে আগ্নেয়াস্ত্র এবং এরপর কার্তুজ কেনা হতো বলে দাবি। তদন্তকারীদের মতে, এই করে সরকারিভাবে হাজার হাজার কার্তুজ কেনা হতো এবং তারপর তা মোটা টাকায় মার্কেটে বিক্রি করা হতো।

১ পাতার পর

সন্দেশখালি গৃহবধুর বাড়িতে গিয়ে হুমকি রেখার

সন্দেশখালি থানার। এদিকে সন্দেশখালিতেই রবিবার তৃণমূল বিধায়ক সুকুমার মাহাতো এবং তৃণমূল নেতা দিলীপ মল্লিকের সামনেই এক তৃণমূল নেতাকে মারধর করেন বিজেপির মহিলাকর্মীরা। সেই ঘটনার তদন্তে রবিবার গভীর রাতে ওই গ্রামে পৌঁছয় বিশাল পুলিশবাহিনী। শুরু হয় ধরপাকড়। গ্রেফতার করা হয়েছে বিজেপি নেতা উৎপল মাইতি ও সুপ্রকাশ মণ্ডলকে। পুলিশের জালে গীতা বর নামে এক মহিলা বিজেপি কর্মীও। এছাড়াও আরও বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মীকেও আটক করা হয়েছে বলেই জানা গিয়েছে।ওই মহিলাকে হুমকি দিয়ে বলা হয়েছে, ধর্ষণের 'অসত্য অভিযোগ' তুলে নিলে বিজেপি আর তাঁদের দায়িত্ব নেবে না। এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে ওই মহিলা সোম সকালেই নিরাপত্তা চেয়ে দ্বারস্থ হয়েছেন সন্দেশখালি থানার। ওই মহিলার ভাই জানিয়েছেন, সন্দেশখালিতে শিবপ্রসাদ হাজরার পোলট্রি ফার্ম জ্বালিয়ে দেওয়ার অভিযোগে পুলিশ গ্রেফতার করেছিল তাঁকে-সহ ৩ জনকে। সেই সময়ে সন্দেশখালি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। তাঁর জামিনের জন্য স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের কাছে দরবার করেন তাঁর দিদি। সেই সময়েই স্থানীয় বিজেপি নেত্রী মাম্পি দাস তাঁর দিদিকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে পরামর্শ দেন, 'আমরা এঁদের বিরুদ্ধে কেস করেছি। তুইও কর। তা হলে ভাইয়েরা ছাড়া পেয়ে যাবে। না হলে ছাড়া পাবে না। তোর ভাইয়ের কী হবে, কিছু বলতে পারছি না। তাই রেপ কেসটা কর।' মাম্পির কথাতেই তাঁর দিদি ধর্ষণের মামলা করেন।

২ পাতার পর

২০০ টি আসনও পাবে না বিজেপি: মমতা

বিদায়ী বিজেপি সাংসদ এবং লোকসভা ভোটে বিজেপির প্রার্থী শান্তনু ঠাকুরকে নাম না করে আক্রমণ করেন প্রশাসনিক প্রধান। বলেন, এখানকার প্রার্থী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এলাকার মানুষের জন্য কী কাজ করেছেন। নাগরিকত্ব দেব বলে কিছু কিছু জায়গা থেকে টাকা তুলেছে বলে তোপ। আর তা ধরা পড়ে গিয়েছে বলেও আক্রমণ তৃণমূল সুপ্রিমোর। এই বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে ফের একবার সিএএ আইনের প্রসঙ্গে সামনে আনেন।

১ পাতার পর

অশান্তির ছবি ফিরল চতুর্থ দফার নির্বাচনে! বেলা বাড়তেই একের পর এক জায়গায় অশান্তির ছবি

বলে জানা গিয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামল বিরাট পুলিশ বাহিনী। নামানো হয়েছে রযাফ।

একের পর এক ঘটনায় নড়েচড়ে বসল জাতীয় নির্বাচন কমিশন । ঘটনার পরেই মুখ্য নির্বাচন কমিশনের দফতরে ফোন শীর্ষ আধিকারিকদের। কেন এই ঘটনা বিস্তারিত তথ্য নির্বাচনী সদন নিয়েছে বলে খবর।

একই সঙ্গে মুখ্য নির্বাচন কমিশন প্রতি ঘটনায় কি পদক্ষেপ নিয়েছেন সেই সংক্রান্ত অ্যাকশন টেকেন রিপোর্টও তলব করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বলে রাখা প্রয়োজন, গত তিন দফায় তেমন বড় কোনও ঘটনার সাক্ষী থাকেনি বাংলার মানুষ। যা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে নির্বাচন সদন । সম্প্রতি উচ্চ পর্যায়ের একটি বৈঠক। কোথায়, কেমন নির্বাচন হল সেই সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য নিতেই ওই বৈঠক হয়।

যেখানে উপস্থিত ছিলেন খোদ নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা এবং অন্যান্য আধিকারিকরা। সমস্ত রাজ্যের পাশাপাশি বাংলার সিইও উপস্থিত ছিলেন। তিন দফায় শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিয়ে রীতিমত প্রশংসা করেন রাজীব সিনহা। কিন্তু চতুর্থ দফাতে সম্পূর্ণ বদলে গেল অবাধ নির্বাচনের ছবিটা। একাধিক জায়গায় অশান্তির অভিযোগ সামনে আসছে। এমনকি ছাপ্পা, বুথ জ্যামের মতো একের পর এক ছবিও সামনে আসছে। তবে রণক্ষেত্র অবস্থা মন্তেশ্বর, দুর্গাপুরে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১৩০ সংখ্যা ১৪ মে, ২০২৪ মঙ্গলবার ৩১ বৈশাখ, ১৪৩১

৩ পাতার পর

আশাকর্মী পদে চাকরি দেওয়ার নামে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠল ঘাটালের তৃণমূল নেতা রামপদ মান্নার বিরুদ্ধে

খবর, ঘাটালের ক্ষীরপাই এলাকার বাসিন্দা ওই মহিলার নাম মৌসুমী সাঁতরা (হাজরা)। তাঁর বাবা গঙ্গেশ সাঁতরার দাবি, ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে আশাকর্মী নিয়োগের পরীক্ষায় বসেছিলেন মৌসুমী। ওই বছরের মে মাসে ইন্টারভিউয়ে ডাকও পান। তবে ইন্টারভিউয়ের পর আর ডাক পাননি। এর পরেই সত্য ঘোষ নামে ঘাটাল সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের এক কর্মীর মারফত মেয়ের চাকরি নিয়ে রামপদর সঙ্গে দেখা করেন গঙ্গেশ। গঙ্গেশের অভিযোগ, তাঁর মেয়েকে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে তিন লক্ষ টাকা চেয়েছিলেন রামপদ। কিন্তু পরে দু'লক্ষের বিনিময়ে চাকরি পাইয়ে দিতে রাজি হয়ে যান। গঙ্গেশের দাবি, তিনটি কিস্তিতে তিনি প্রায় দু'লক্ষ টাকা রামপদকে দিয়েওছিলেন। কিন্তু দেড় বছর হয়ে গেলেও চাকরি পাননি তাঁর মেয়ে মৌসুমী।গঙ্গেশের আরও অভিযোগ, পুরো বিষয়টি নিয়ে চন্দ্রকোনা টাউন থানায় লিখিত অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশ সেই অভিযোগ গ্রহণ করেনি। পরে ইমেল মারফত জেলা পুলিশের কাছে তিনি অভিযোগ দায়ের করেছেন বলে জানিয়েছেন।

মৌসুমীর স্বামী নির্মল হাজরার কথায়, "আমার স্ত্রীর চাকরির জন্য সত্য ঘোষ মারফত রাম মান্নাকে দু'লক্ষ ২০ হাজার দেওয়া হয়। আরও ৩০ হাজার দেওয়া হয় অন্য খরচা বাবদ। এক সপ্তাহের মধ্যে চাকরির নিয়োগপত্র দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পাইনি। তখন আমাদের বলে, আরও চাকরি আছে। দেববাবু সাসংদ। কোটা আছে। দেড় বছর হয়ে গেল। এখন শুধু ঘুরিয়ে যাচ্ছে। বলছে, ২০২৪ সালে জেতার পর চাকরি হবে। এখন চাকরি চাই না। আমাদের টাকা দেওয়া হোক।"

সম্পাদকীয়

তৃণমূলের এজেন্টের বিরুদ্ধে দেদার ছাপ্পা দেওয়ার অভিযোগ

প্রত্যেক বছর ভোট এলেই ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ ওঠে। গত পঞ্চায়েত এবং বিধানসভা নির্বাচনেও রাজ্যের নানান প্রান্তে দেখা গিয়েছিল এই ছবি। চব্বিশের লোকসভা ভোটে যাতে এই জিনিসের পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেই জন্য বুথগুলিকে কার্যত সুরক্ষার চাদরে মুড়ে দেওয়া হয়েছে।এরপর যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই আব্দুল সরাসরি বলেন, 'পুরোপুরি মিথ্যে। আপনি তো এক ঘণ্টা ধরে দেখছেন। বাকি ভোটারদের জিজ্ঞেস করুন। ওনারা দেখতে পাচ্ছিলেন না, চোখে অন্ধ'। তৃণমূলের এজেন্টের বিরুদ্ধে দেদার ছাপ্পা দেওয়ার অভিযোগ উঠলেও তিনি দাবি করেন, তিনি কোনও ভোট দেননি।কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা গেল প্রিসাইডিং অফিসারের সামনে দেদার ছাপ্পা ভোট পড়ছে সালারে। নীরব দর্শকের মতো তা দেখছেন প্রিসাইডিং অফিসার।

ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের ভরতপুরের সালারে । শেখপাড়া সালার ইস্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৬৮ নম্বর বুথে দেখা গিয়েছে এই চিত্র। তৃণমূল নেতা আব্দুল মাজিদের ওপর দেদার ছাপ্পা ভোট করানোর অভিযোগ উঠেছে। একের পর এক ভোটার ধরে এনে তিনি ভোট করাচ্ছেন বলে অভিযোগ। এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে প্রথমে প্রিসাইডিং অফিসার অস্বীকার করেন। তবে ছবি দেখানো হতেই আমতা আমতা করতে শুরু করেন তিনি।

সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি প্রিসাইডিং অফিসার, এখানে থাকা সত্ত্বেও একজন এজেন্ট বুথের মধ্যে ভোট করাচ্ছেন বলে অভিযোগ। আপনি কি বলবেন? জবাবে খানিক কাঁচুমাচু করতে দেখা যায় প্রিসাইডিং অফিসারকে। এদিকে এই ঘটনার জেরে সরাসরি মুখ নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে অভিযোগ করে কংগ্রেস। তৃণমূলের সঙ্গে ওই প্রিসাইডিং অফিসারের যোগসাজশের একটি ভিডিও সংবাদমাধ্যমের থেকে জোগাড় করে তা নিয়ে কমিশনের দ্বারস্থ হয়ে বলে খবর। সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখার পর ওই বুথের প্রিসাইডিং অফিসারকে সরিয়ে দেয় নির্বাচন কমিশন।

মায়ের আশীর্বাদ অসীম সাধারণ মানুষ তার প্রমাণ পায় তারাপীঠে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এবং বললেন - আমাকে ক্ষমা করুন মহারাজ, আমি নির্বোধ, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। অহংকার বশতঃ আপনাকে অনেক অপমান করেছি। আমাকে আপনি ক্ষমা করুন। স্বামীজী তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, এবং বললেন- এই জগতে কাউকে তাচ্ছিল্য করতে নেই।এসব প্রসঙ্গ একটাই কথা বলার ছিল ঈশ্বর চিরকাল বিশ্বজুড়ে ছিল থাকবে আছে। ঈশ্বর ছাড়া জীবের কোন গতি নেই, মা যাকে দিয়ে যা করায়, তাই সে কাজটি করে। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মুনি-ঋষি-ব্রাহ্মণের আধিপত্য

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(দ্বিতীয় পর্ব)

বৈদিক জীবনধারা জীবনের চারটি পর্যায়ের কথা বলে যেখানে একজন ব্যক্তির যৌবন থেকে বার্ধক্যে চলে যাওয়া উচিত। জীবনের চারটি পর্যায় হল ব্রহ্মচারী (যৌবন), গৃহস্থ (গৃহস্থ), বানপ্রস্থ (বিচ্ছিন্নতা এবং ক্রমবর্ধমান নির্জনতা) এবং সন্ন্যাস (তপস্যা)। বৃদ্ধ বয়সে একজন ব্যক্তির সন্ন্যাসী হওয়া বাঞ্ছনীয়। যাইহোক, যেকোন বয়সে কেউ সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারে এবং এর অনেক উদাহরণ রয়েছে।এর পরে সাধু যে ব্যক্তি যে কোন বিষয়ের সাধনা (অভ্যাস) করেন তাকে সাধু বলা হয়। কখনও কখনও সাধু শব্দটি ভাল এবং খারাপ মানুষের মধ্যে পার্থক্য করার জন্যও ব্যবহৃত হয়। এর কারণ হল যে একজন ব্যক্তি ইতিবাচক আধ্যাত্মিক অনুশীলন করেন তিনি সর্বদা সহজ, সরল এবং মানুষের জন্য ভাল কাজ করেন। সাধ মানে সোজা এবং পাপাচার বর্জিত। সংস্কৃতে সাধু শব্দের অর্থ ভদ্রলোক। সাধু শব্দের একটি অর্থ হল এমন একজন ব্যক্তি যিনি তার ছয়টি পাপ ত্যাগ করেছেন: কাম, ক্রোধ, লোভ, মিথ্যা অহংকার, অহং এবং আসক্তি। তবে হিন্দুদের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে সাধুসন্ত মুনিঋষিদের কথা বরাবরই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। তেমনি বাল্মীকির রামায়ণে বেশকিছু মুনিঋষিদের উপস্থিতি লক্ষ করি আমরা। এই মুনিঋষিরা শুধু রামায়ণেই আছেন, তা নয়। এঁরা মহাভারতে যেমন আছেন, তেমনই বিভিন্ন পুরাণেও আছেন। কী করে থাকেন যুগ থেকে যুগান্তরে? তাহলে তো তাঁদের বয়স হাজার হাজার হওয়ার কথা। বার্ধক্য নিয়ে অমরত্ব বলেও কিছু হয় না। সেটা ভাবলে কি বাস্তবোচিত হয়? লক্ষ করবেন পাঠক, এইসব মুনিঋষিরা সকলেই একই সঙ্গে বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ। অতএব বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, অগস্ত্য প্রমুখ ব্যক্তি মনে হয় না কোনো একজন ব্যক্তি নন, একাধিক ব্যক্তির পদ (Designation)। এই ধরনের পদে একমাত্র বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তিরাই উন্নীত হতে পারেন। যেমন আধুনিক সময়ে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যপালের মতো পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরা বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধই হয়ে থাকেন। তাই ব্যক্তি না-থাকলেও পদ থেকে যায় যুগে যুগে। সেই পদে অন্য যোগ্যতম ব্যক্তি আসীন হন। বশিষ্ঠ, অগস্ত্য ইত্যাদি পদগুলি প্রাচীন যুগে ব্রাহ্মণদের সর্বোচ্চ পদ। অসীম ক্ষমতা ভোগ করতেন তাঁরা। শুধু মুনিঋষিরাই নয়ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শিব, মনু, বেদব্যাস, এমনকি পোপ, শঙ্করাচার্য, দলাইলামাও পদের নাম। কোনো একজন ব্যক্তি নয়।

বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, দ্রোণাচার্য, মার্কণ্ডেয় প্রমুখ মুনিঋষিরা ছিলেন প্রচণ্ড যুদ্ধবাজ। এঁদের কাছে প্রচুর মারণাস্ত্র মজুত থাকত। এঁরা নির্জনে বসে আর্যদেবতাদের অস্ত্রাগার (সামরিক ঘাঁটি) পাহারা দিতেন। রামচন্দ্র বনবাসজীবনে এইসব মুনিঋষিদের ঘাঁটিতে গেছেন, আর প্রচুর মারণাস্ত্র সংগ্রহ করেছেন। আশ্রম তো নয়, যেন এক-একটা কেল্লা। কোনো গল্পকথা নয়, এসব বিবরণ পুরাণেই স্পষ্ট করে উল্লেখ আছে। এইসব অস্ত্রাগার লুঠ করার জন্যই নিশাচররা অতর্কিতে হামলা করতেন। নিজেরা নিরুপদ্রব রাখতেই অযোধ্যা থেকে বিশ্বামিত্র বয়ে এনেছিলেন রামচন্দ্রকে, নিশাচরদের হত্যা করার জন্য। হত্যা করার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র বিশ্বামিত্রই দিয়েছিলেন। মুনি-ঋষিদের আমি 'ঘাঁটি' বলেছি। ঘাঁটি কেন বললাম? আশ্রম বলা হয় লোকমুখে, এইসব আশ্রম মানে কোনো পর্ণকুটীর নয়। আশ্রম মানে শুধু ধ্যান করার নির্জন স্থান বোঝায় না। এখানে রীতিমত শ্রম দিতে হয়। আশ্রমগুলি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও বলা যেতে পারে। এখানে এক বা একাধিক শিক্ষাগুরু থাকতেন। এখানকার শিক্ষার্থীদের শাস্ত্র, সাহিত্য, ব্যাকরণ, রাজনীতি, যুদ্ধবিদ্যা ইত্যাদি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হত। ছিল অস্ত্রাগার। মারাত্মক সব অস্ত্রের ভাণ্ডার ছিল আশ্রম। এই আশ্রমগুলোর ব্যয়ভার সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজা বহন করতেন। কিংবা রাজপ্রদত্ত ভূসম্পত্তি ও গোসম্পত্তি থেকে আহৃত সম্পদের মাধ্যমে মেটানো হত।

বিশ্বামিত্র : ঋগ্বেদ রচয়িতা হিসাবে এক ঋষি বিশ্বামিত্রের নাম পাওয়া যায়, যাকে মোট ১৮ সূক্তের একক ও ৬ সূক্তের রচয়িতা হিসাবে পেয়েছি। পরবর্তীকালে ভারতীয় সংস্কৃত পুরাণ ও সাহিত্যের কাহিনিতে এ নামে প্রচুর কল্পগাথা বর্ণিত হয়েছে। ইনি যেমন আছে ত্রেতাযুগের বাল্মীকির রামায়ণের বালকাণ্ড অধ্যায়ে, তেমনই আছে দ্বাপরযুগের কৃষ্ণদ্বৈপায়ণের মহাভারতের আদি পর্বেও। ব্রহ্মর্ষি বলেই তিনি খ্যাত। কারণ ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেও কঠোর তপস্যাবলে ইনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। ইনি সপ্তর্ষিদের তৃতীয় মণ্ডলের সমস্ত সূক্তের মন্ত্রগুলির অভিবক্তা। বিশ্বামিত্র কখনোই ব্রাহ্মণ্যধর্মকে অস্বীকার করেননি। বরং যজ্ঞ ও দক্ষিণার ব্যাপারে ক্ষত্রিয়দের ভাগীদার করতে চেয়েছিলেন। এই ইস্যুতে সমস্ত ক্ষত্রিয়দের নিয়ে জোট বেঁধেছিলেন তিনি। ব্রাহ্মণদের একা খেতে দিতে নারাজ ছিলেন তিনি। বারবার তিনি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছেন। হরিবংশ প্রভৃতি পুরাণে বিশ্বামিত্র পৌরব, কৌশিক, গাধিজ ও গাধিনন্দন প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়েছেন। রাজা হরিশ্চন্দ্রের চণ্ডাসত্বপ্রাপ্তি ও রাজ্যনাশ, স্ত্রী-পুত্র বিক্রয় ইত্যাদি ঘটনার পিছনে বিশ্বামিত্রই দায়ী ছিলেন।

জানা যায় মহর্ষি বিশ্বামিত্র ছিলেন প্রাচীন ভারতে একজন রাজা ছিলেন। এছাড়া তিনি 'কৌশিক' নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি অসমসাহসী যোদ্ধা। ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র প্রজাপতি কুশ নামক এক রাজার প্রপৌত্র ও ধার্মিক কুশনাভ রাজার পুত্র গাধির সন্তান ছিলেন মহর্ষি বিশ্বামিত্র। বাল্মিকীর রামায়ণের বালকাণ্ডের ৫১ চরণে এ বিষয়ে লেখা আছে। গাধিরাজের মৃত্যুর পর বিশ্বামিত্র রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন এবং বীরবিক্রমে রাজ্যশাসন করতে থাকেন। তিনি অতুল ঐশ্বর্য ও বিপুল ধন-সম্পদের অধিকারী ছিলেন। এছাড়াও তাঁর শতাধিক পুত্র ও অসংখ্য সৈন্য ছিল জানা যায়। বিশ্বামিত্রের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের সঙ্গে বিরোধ। বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠের এই বিরোধের জল যে কতদূর গড়াতে পারে, তা বাল্মীকির রামায়ণেই প্রমাণ পেয়েছি। শুধু বাল্মীকির রামায়ণেই নয়, এই বিরোধের কথা ঋগ্বেদে অনেকবার উল্লিখিত হয়েছে।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

৩ পাতার পর

একের পর এক স্বস্তির খবর আসছে আম আদমি পার্টি শিবিরে

একটি পিটিশনের জবাবে সুপ্রিম কোর্ট ফের স্পষ্ট করে দিল, আবগাড়ি মামলায় গ্রেফতারির জন্য কোনও অবস্থাতেই কেজরিওয়ালকে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে সরানো যাবে না।

গত ১০ এপ্রিল এই একই দাবিতে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল দিল্লি হাইকোর্টে। বলা হয়েছিল, অবিলম্বে কেজরিওয়ালকে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু মামলায় সাড়া দেওয়া দূরে থাক, উলটে দিল্লি হাইকোর্ট ৫০ হাজার টাকার জরিমানা করে মামলাকারীকে। পরে সুপ্রিম কোর্ট সাময়িক স্বস্তি দেয় কেজরিওয়ালকে। আজ বিচারপতি সঞ্জীব খন্না ও দীপঙ্কর দত্তের বেঞ্চ সাফ জানিয়ে দেয়, এই ব্যাপারে পদক্ষেপ করতে চাইলে কেবলমাত্র দিল্লির উপ-রাজ্যপাল (লেফটেন্যান্ট গভর্নর) করতে পারেন। 'এখানে আইনি অধিকার আসছে কীভাবে? উচিত-অনুচিত বোধ থেকে আপনাদের কিছু বলার থাকতেই পারে। কিন্তু এই ব্যাপারে কিছু করার হলে দিল্লির উপ-রাজ্যপাল করতে পারেন। আমরা এতে নাক গলাব না'।

৩ পাতার পর

ভোট দিতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে মারছে তৃণমূলে পড়ছে বিজেপির ফুলে: মমতা

কটাক্ষ করেন মমতা। বলেন, "সকাল-সন্ধে নিজের নো গ্যারান্টি মুখ দেখাচ্ছে। যা বলছে পুরোটাই ভাঁওতা। একমাত্র তৃণমূল গ্যারান্টি দিতে পারে, বিজেপি যে গ্যারান্টির কথা বলছে তা আসলে ৪২০ গ্যারান্টি!"

ইভিএম কারচুপির অভিযোগও এর আগে করেছে তৃণমূল। সোমবার বনগাঁর সভা থেকে এই নিয়ে বিস্ফোরক দাবি করেন মমতা। তাঁর বক্তব্য, "জানেন, আমরা ধরে ফেলেছি। ভোট দিতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে মারছে তৃণমূলে পড়ছে বিজেপির ফুলে। সঙ্গে সঙ্গে হাতেনাতে ধরে সেই মেশিন বদল করিয়েছি আমরা।" কেন্দ্রীয় বাহিনীকেও ফের এই সভা থেকে নিশানা করেন তৃণমূল নেত্রী। দাবি করেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী সীমান্তে গিয়ে গিয়ে বিজেপি পার্টির টোটো লাগিয়ে জোর করে ভোট করাচ্ছিল। সেটাও হাতেনাতে ধরা হয়েছে।

সিনেমার খবর

cinema TV

দীপিকা বললেন, আমাদের ভালো থাকতে দিন

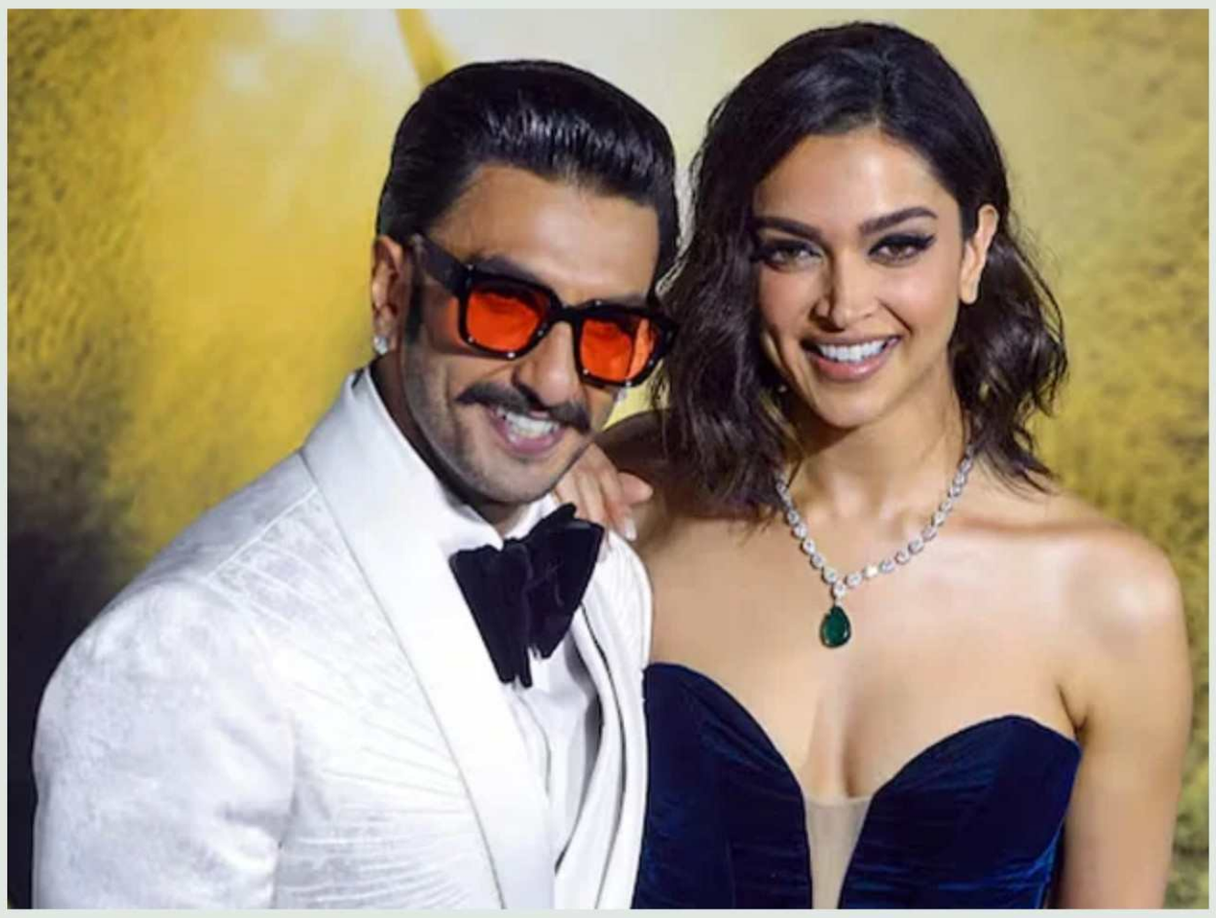

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কয়েক মাস আগে করণ জোহরের শোতে রণবীর সিংয়ের সঙ্গে সম্পর্কে থাকার পরও একাধিক পুরুষের সঙ্গে সময় কাটানোর কথা জানান দীপিকা পাড়ুকোন। বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো ট্রলের শিকার হন তিনি। এমনকি দীপিকার ওপর বেশ চটে যান রণবীর। মূলত রণবীর-দীপিকার বিচ্ছেদ গুঞ্জনের পর্ব শুরু হয় তখন থেকেই।

এরপর একাধিক সূত্র ধরে তাদের আলাদা হওয়ার খবর প্রকাশ পেয়েছে। ক'দিন আগেও তাদের সম্পর্কে অবনতি নিয়ে সরগরম ছিল বলিপাড়া। অথচ নতুন অতিথি আসার খবর সামনে এনে সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে দেন দীপিকা-রণবীর। যদিও তাতে খুব একটা দমে যাননি তারা। ছোট একটা ইস্যু পেলেই ঘর ভাঙা অবধি নিয়ে যাচ্ছে নেটিজেন থেকে শুরু করে গণমাধ্যমগুলো।

এবারও একই পথে হেঁটেছে তারা। ঠিক এমন সময় বিয়ের সমস্ত ছবি ইনস্টাগ্রাম থেকে মুছে ফেলেছেন রণবীর। আর এতেই দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে রণবীর-দীপিকার ভিন্ন পথ রচনা করে ফেলেছেন নেটিজেনরা। তবে কোনো কোনো গণমাধ্যম আবার দীপিকার পক্ষেই কথা বলছে।

তাদের মতে, রণবীর তার ইনস্টাগ্রামে ২০২৩ সালের আগের সব ছবি আর্কাইভ করে দিয়েছেন। এর মধ্যে বিয়ের ছবিও রয়েছে। সে কারণেই ছবিগুলো আর দেখা যাচ্ছে না। তবে দীপিকার অ্যাকাউন্টে সব ছবি দেখা যাচ্ছে। তাই এখানে বিচ্ছেদ কিংবা আলাদা হওয়ার গন্ধ খোঁজা অহেতুক।

বিচ্ছেদ গুঞ্জনে ক্ষোভ ঝেড়ে দীপিকা পাড়ুকোন জানালেন, 'সম্পর্কের শুরু থেকে এমন গুঞ্জনে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। এখন তো বিষয়টা বিরক্তির পর্যায়ও অতিক্রম করেছে। আসলে কিছু লোক চায় আমাদের ডিভোর্স হোক। এতে তাদের স্বার্থ কী সেটাই বুঝতে পারি না। সত্যি বলতে তাদের নিয়ে ভাবার সময়ও নেই। কারণ আমি আমার কাজ নিয়ে প্রচুর ব্যস্ত সময় পার করছি। এর মাঝে পরপর একাধিক সিনেমা থেকে রণবীরের বাদ পড়াও ভোগাচ্ছে। ওকে মানসিক সাপোর্ট দিতে হচ্ছে। অথচ নোংরামি করতে তারা উঠে পড়ে লেগেছে। তাদের বলব, নিজের কাজে মনোযোগ দিন। আমরা ভালো আছি, ভালো থাকতে দিন।'

বাবা হচ্ছেন জাস্টিন বিবার, দিলেন সুখবর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাবা হতে চলেছেন জনপ্রিয় কানাডীয় গায়ক জাস্টিন বিবার। বেশ কিছুদিন ধরেই গুঞ্জন চলছিল যে অন্তঃসত্ত্বা হেইলি বিবার। এবার স্ত্রীর বেবিবাম্পের ছবি পোস্ট করে অনুরাগীদের সেই সুখবর নিজেই আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করলেন জাস্টিন বিবার। শুধু তাই নয়- এই খুশিতে, ফের বিয়ে করেছেন জাস্টিন ও হেইলি।

একসময় বহুল আলোচিত সম্পর্ক ছিল জাস্টিন বিবার ও পপতারকা সেলেনা গোমজের। দীর্ঘ ৮ বছরের সম্পর্কের পর বিচ্ছেদ হয় তাদের। তারপরই ২০১৮ সালে মার্কিন মডেল হেইলির সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন জাস্টিন। গোমেজ ভক্তদের দাবি, সেলেনা গোমেজের কাছ থেকে জাস্টিনকে ছিনিয়ে এনেছেন হেইলি। জাস্টিন-গোমেজ সম্পর্ক ভাঙার মূল কারিগর তিনিই।

জাস্টিনের সঙ্গে বিয়ের পর থেকে হেইলির সঙ্গে কথা বলাও বন্ধ করে দেন গোমেজ। একে অপরের মুখও দেখেননি। তবে সম্প্রতি দু'জনকে একসঙ্গে দেখা গেছে। তাদের মাঝে তিক্ততার বরফও গলতে শুরু করেছে। গোমেজও মিডিয়ায় জানিয়ে দিয়েছেন, হেইলির সঙ্গে তার কোনো বিবাদ নেই। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে অনেকটা চুপিসারেই বিয়ে করে নেন জাস্টিন-হেইলি। বিয়ের খবর কেউই প্রকাশ্যে আনেননি। এরপর বিয়ের চার বছর পূর্তিতে তাদের বিবাহের কথা স্বীকার করেন তারকা জুটি। আর বিয়ের ৬ বছর পর অবশেষে পিতৃত্বের স্বাদ পেতে যাচ্ছেন জাস্টিন।

৩ বছর পর ছেলেকে প্রকাশ্যে আনলেন নুসরাত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : টালিউড অভিনেত্রী নুসরাত জাহান। সিনেমা দিয়ে তিনি যতটা আলোচিত, ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ততোটাই বিতর্কিত। প্রেম, বিয়ে, বিচ্ছেদ, রাজনীতি নানা কারণে সংবাদের শিরোনাম হয়েছেন এই নায়িকা। ২০২১ সালে প্রথম সন্তানের মা হন নুসরাত। সেই সন্তানের বাবা কে তা এখনো প্রকাশ করেননি নুসরাত। যা নিয়ে এখনে কটাক্ষের শিকার হতে হয় তাকে।

নিখিল জৈনের সঙ্গে বিচ্ছেদ না হতেই ইয়াশ দাশগুপ্তর সঙ্গে প্রেমে জড়ান নুসরাত। এর এক বছর পর সন্তানের মা হন তিনি। ছেলে ঈশান জন্মের পর ক্যামেরার সামনে আনেন নি এই অভিনেত্রী। তবে এবারই প্রথম সামনে এল ইশানের ছবি।

ভারতীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, গত ৫ মে ছিল অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিকের ছেলের জন্মদিন। যেখানে উপস্থিত ছিলেন নুসরাত ও তার ছেলে ইশান। সেখানেই ক্যামেরায় ধরা পড়েছেন তারকাপুত্র। ছবি দেখে বোঝা যাচ্ছে, পুরো পার্টিতে তিনি মজে ছিলেন খেলার মুডে।

সামাজিক মাধ্যমে নুসরাতের ছেলের ছবিগুলো ছড়িয়ে পড়েছে। যেগুলো দেখে নেটিজেনরা তাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। কেউ বলছে, 'পুরো কিউটের ডিব্বা।' কারো মন্তব্য, 'বাবা যশের মতোই দেখতে হয়েছে ঈশান।'

প্রসঙ্গত, করোনা লকডাউন চলাকালীন ২০২১ সালে প্রকাশ্যে আসে নুসরাত অন্তঃসত্ত্বা। সেই সময় পিতৃ পরিচয় নিয়ে ওঠে প্রশ্ন। কারণ তখনও স্বামী নিখিল জৈনের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়নি নুসরাতের। এরপরই তার বাবার পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেন নেটিজেনরা।

যেই আলোচনা থামিয়ে দেন যশ-নুরসাত। পুরো সময়ই অভিনেত্রীর পাশে ছিলেন এই অভিনেতা। নায়িকার সন্তানের পিতৃ পরিচয় দেন তিনি। এমনকি জন্ম সনদেও বাবার নাম হিসেবে যশের নাম লেখেন নুসরাত।

৪৪ কোটিতে জাহ্নবীর বাড়ি কিনলেন রাজকুমার রাও

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এবার শিখিয়েছিলেন। মুম্বাইয়ে বিলাসবহুল বাড়ি কিনলেন বলিউড অভিনেতা রাজকুমার রাও। এর আগে ওই বাড়ির মালিকানা ছিল শ্রীদেবী এবং বনি কাপুরের কন্যা জাহ্নবীর। তার কাছ থেকে ৪৪ কোটি রুপিতে বাড়িটি কিনেছেন রাজকুমার ও তার স্ত্রী পত্রলেখা।

মায়ানগরীতে নিজেদের একটা বাড়ির স্বপ্ন পূরণ হল জানিয়ে রাজকুমার জানালেন, 'তার এই স্বপ্নের নেপথ্যে রয়েছেন বলিউড কিং খান শাহরুখ খান। শাহরুখই নাকি তাকে একটা কথা বলেছিলেন- বেটা, যখনই বাড়ি কেনার পরিকল্পনা করবে, সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে বাড়ি কিনবে। যাতে আমি নিজে আরও বেশি পরিশ্রমী হই। এই কথাটা আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল।'

উল্লেখ্য, চলতি মাসের ১০ তারিখে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে রাজকুমারের নতুন ছবি 'শ্রীকান্ত'। এর পরে ৩১মে রাজকুমার অভিনীত 'মিস্টার অ্যান্ড মিসেস মাহি' ছবিটি মুক্তি পাবে। এই ছবিতে রাজকুমারের সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন জাহ্নবী কাপুর।

সমস্যা আমাদের, আমরাই বুঝে নেব!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউডে এর আগেও বেশ কয়েকটি দৃষ্টিশক্তিহীন চরিত্র নিয়ে সিনেমা হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'অনুরাগ', 'স্পর্শ', 'ব্ল্যাক', 'ধনক', 'কাবিল' প্রভৃতি।এবার জন্মান্ধ এক যুবকের সাফল্যের গল্প নিয়ে নির্মিত হয়েছে 'শ্রীকান্ত'। সিনেমাটি নির্মিত হয়েছে ভারতের অন্যতম শিল্পপতি শ্রীকান্ত বোল্লার জীবন ও কর্ম নিয়ে। সিনেমাটি আগামীকাল ভারতজুড়ে মুক্তি পাচ্ছে। চলুন জেনে নিই শ্রীকান্ত বোল্লা সম্পর্কে কিছু কথা।

ভারতের অন্ধ্র প্রদেশের মচ্ছিপত্তনম শহর থেকে কিছুটা দূরে অবস্থিত হতদরিদ্র গ্রাম সীতারামপুরম। সেই গ্রামের গরিব কৃষক দামোদর বোল্লা-ভেঙ্কটাম্মা দম্পতির ঘরে ১৯৯২ সালে দৃষ্টিশক্তিহীন হয়েই জন্ম শ্রীকান্তের। জন্মের পরই চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন, পৃথিবীর আলো দেখতে পাবে না এ শিশু। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল গরিব কৃষক দম্পতির। গ্রামবাসী বলেছিল শিশুটিকে বালিশচাপা দিয়ে মেরে ফেলতে। কারণ এ ছেলে পৃথিবীর বোঝা। রুখে দাঁড়িয়েছিলেন ঠাকুমা। গ্রামবাসীকে বলেছিলেন, 'সমস্যা আমাদের, আমরাই বুঝে নেব।' কিন্তু জীবনের কঠিন বাস্তবতায় পদে পদে কিশোর শ্রীকান্তকে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়।

কুসংস্কারাচ্ছন্ন সীতারামপুরমের মাটিতে লড়াই শুরু করেছিল দৃষ্টিহীন শিশু 'শ্রীকান্ত বোল্লা'। ঘরের চার দেয়ালের মধ্যেই বন্দি থাকতে হতো। তার সঙ্গে গ্রামের কেউ কথা বলত না। জানালার ধারে সারাদিন বসে থাকত। কান পেতে শুনত গ্রামের বাচ্চাদের হুটোপুটির শব্দ। মন চাইত ছুটে যেতে। শ্রীকান্তের বয়স যখন চার, ঠাকুমা অনেক লড়াই করে শ্রীকান্তকে ভর্তি করেছিলেন গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সেখানে নিদারুণ লাঞ্ছনা ও বৈষম্যের শিকার হয়েছিল শ্রীকান্ত। ক্লাসের শেষ বেঞ্চে তাকে বসিয়ে রাখা হতো।

দৃষ্টিহীনতা শ্রীকান্তকে কোনো দিনই পড়াশোনা থেকে দূরে রাখতে পারেনি। খুব ছোট্ট বয়স থেকেই অন্য ছাত্রদের চেয়ে সে দারুণ মেধাবী। সাত বছর বয়সে শ্রীকান্তকে ভর্তি করা হয় হায়দরাবাদের একটি স্কুলে। গ্রাম থেকে ৩৪১ কিলোমিটার দূরে থাকা দেবনার স্কুল ফর দ্য ব্লাইন্ডে হোস্টেলে উঠেছিল শ্রীকান্ত। মা ও ঠাকুমার জন্য মন কাঁদত তার। ঠিক সেই সময় ছোট্ট শ্রীকান্তকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন ইংরেজি শিক্ষক স্বর্ণলতা টাক্কালিপতি।

এক সময় শ্রীকান্ত চায় বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করতে। কিন্তু ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় একজন দৃষ্টিহীন ছাত্র কোনোভাবেই বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করতে পারবে না। নিজের অদম্য জেদ, ইচ্ছাশক্তি আর সহনশীলতা শ্রীকান্তকে সাহস দেয় সিস্টেমের বিপরীতে লড়তে। ঘটনাক্রমে শ্রীকান্তের সঙ্গে ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আবদুল কালামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সিস্টেমের বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রথম দৃষ্টিশক্তিহীন ছাত্র হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনে এমআইটিতে পড়তে চলে যায় শ্রীকান্ত। পড়া শেষে ফিরে আসে ভারতে। বন্ধুসম ব্যবসায়িক অংশীদার রবি মান্ত্রারের সহযোগিতায় বোল্যান্ট ইন্ডাস্ট্রি শুরু হয়। এই সিনেমায় শ্রীকান্তের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন রাজকুমার রাও।

ভারতীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, অভিনয়ের দিক থেকে রাজকুমার রাও শ্রীকান্তের ভূমিকায় অতুলনীয়, একজন অন্ধ ব্যক্তির শারীরিক ভাষা থেকে আচরণ সবকিছু নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। আরও জানা গেছে, শুটিং শুরুর আগে শ্রীকান্ত বোল্লার সঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন রাজকুমার। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমরা ছবিতে দৃষ্টিহীন চরিত্রকে কালো চশমা পরতে দেখি, কিন্তু শ্রীকান্তে সেটা ব্যতিক্রম। ছবিতে রাজকুমার প্রস্থেটিক লেন্স পরেছেন আগাগোড়া।

এই সিনেমায় দেবিকার চরিত্রে অভিনয় করেছেন দক্ষিণের সুপারস্টার সুরিয়ার স্ত্রী ও অভিনেত্রী জ্যোতিকা। এ ছাড়া রয়েছেন আলিয়া ফার্নিচারওয়ালা ও শরদ কেলকার। ছবিটি পরিচালনা করেছেন তুষার হিরানন্দানি এবং প্রযোজনা করেছেন টি-সিরিজের কর্ণধার ভূষণ কুমার, কৃষাণ কুমার ও নিধি পারমার হিরানন্দানি।

এক নজরে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলগুলোর চূড়ান্ত স্কোয়াড

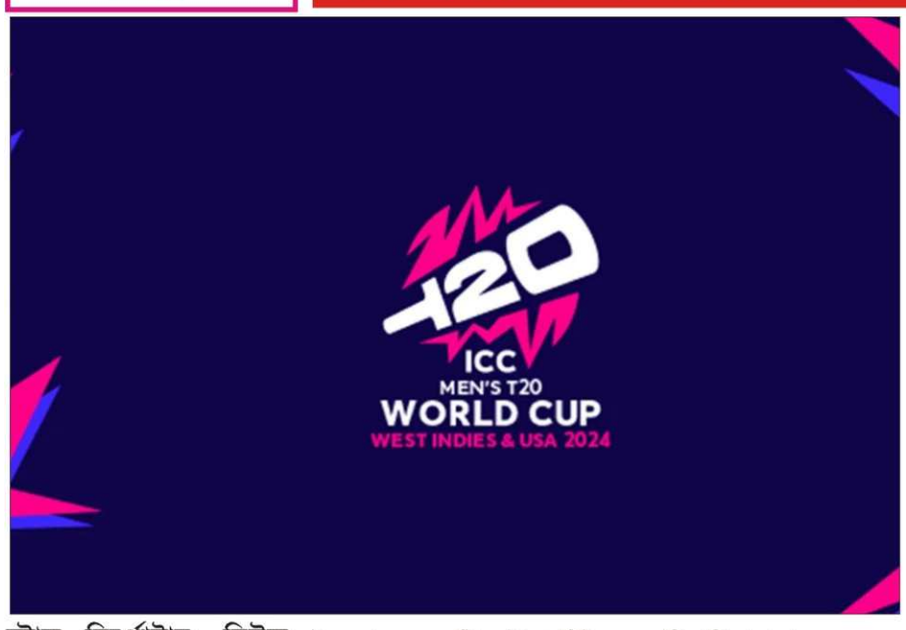

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দরজায় কড়া নাড়ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নবম আসর। এবারের আসরে মোট ২০টি দল চার গ্রুপে ভাগ হয়ে লড়বে। এরই মধ্যে নির্ধারণ হয়ে গেছে গ্রুপ গুলো। ইতোমধ্যে ১৬টি দল নিজেদের বিশ্বকাপ স্কোয়াডও ঘোষণা করেছে। চলুন দেখে নেই এখন অব্দি ঘোষণা হওয়া দলগুলোর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াড : গ্রুপ 'এ'- কানাডা, ভারত, আয়ারল্যান্ড, পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র গ্রুপ 'বি'- অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, নামিবিয়া, ওমান, স্কটল্যান্ড গ্রুপ 'সি'- আফগানিস্তান, নিউজিল্যান্ড, পাপুয়া নিউগিনি, উগান্ডা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ গ্রুপ 'ডি'- বাংলাদেশ, নেপাল, নেদারল্যান্ডস, দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা।

নিউজিল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াড : কেন উইলিয়ামসন (অধিনায়ক), ফিন অ্যালেন, ট্রেন্ট বোল্ট, মাইকেল ব্রেসওয়েল, মার্ক চাপম্যান, ডেভন কনওয়ে, লকি ফার্গুসন, ম্যাট হেনরি, ড্যারিল মিচেল, জিমি নিশাম, গ্লেন ফিলিপস, রাচিন রবীন্দ্র, মিচেল স্যান্টনার, ইশ সোধি ও টিম সাউদি।

ট্রাভেলিং রিজার্ভ: বেন সিয়ার্স।

ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াড : রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), যশস্বী জাইসওয়াল, বিরাট কোহলি, সুরিয়াকুমার যাদব, রিশাব পান্ট, স্যাঞ্জু স্যামসন, হার্দিক পান্ডিয়া, শিবাম দুবে, রবীন্দ্র জাদেজা, আক্সার প্যাটেল, কুলদ্বীপ যাদব, যুজবেন্দ্র চাহাল, আর্শদীপ সিং, জাসপ্রীত বুমরাহ ও মোহাম্মদ সিরাজ।

রিজার্ভ: শুবমান গিল, রিঙ্কু সিং, খলিল আহমেদ ও আবেশ খান।

ইংল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াড : জস বাটলার (অধিনায়ক), মইন আলি, জনি বেয়ারস্টো, হ্যারি ব্রুক, স্যাম কারেন, বেন ডাকেট, উইল জ্যাকস, ফিল সল্ট, লিয়াম লিভিংস্টোন, আদিল রাশিদ, টম হার্টলি, জফরা আর্চার, ক্রিস জর্ডান, রিস টপলি, মার্ক উড।

অস্ট্রেলিয়ার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াড : মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), অ্যাশটন অ্যাগার, প্যাট কামিন্স, টিম ডেভিড, নাথান এলিস, ক্যামেরুন গ্রিন, জশ হ্যাজেলউড, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিশ, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, মিচেল স্টার্ক, মার্কাস স্টয়নিস, ম্যাথু ওয়েড, ডেভিড ওয়ার্নার, অ্যাডাম জাম্পা।

দক্ষিণ আফ্রিকার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াড : এইডেন মার্করাম (অধিনায়ক), অটনিয়েল বার্টম্যান, জেরাল্ড কোয়েটজে, কুইন্টন ডি কক, বিজর্ন ফরচুইন, রেজা হেন্ড্রিকস, মার্কো জানসেন, হেনরিখ ক্লাসেন, কেশব মহারাজ, ডেভিড মিলার, আনরিখ নরকিয়া, কাগিসো রাবাদা, রায়ান রিকেল্টন, তাব্রাইজ শামসি ও ট্রিস্টান স্টাবস।

ট্রাভেলিং রিজার্ভ: নান্দ্রে বার্গার এবং লুঙ্গি এনগিডি।

শ্রীলঙ্কার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াড : ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা (অধিনায়ক), চারিথ আসালাঙ্কা (সহ অধিনায়ক), কুশল মেন্ডিস, পাথুম নিসাঙ্কা, কামিন্দু মেন্ডিস, সাদিরা সামারাবিক্রমা, অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস, দাসুন শানাকা, ধনজয়া ডি সিলভা, মাহিশ থিকশানা, দুনিথ ওয়েল্লালাগে, দুশমান্থ চামিরা, নুয়ান থুশারা, মাথিশা পাথিরানা, দিলশান মাদুশঙ্কা।

ট্রাভেলিং রিজার্ভ: আসিথা ফার্নান্দো, বিজয়াকান্ত বিশ্বকান্ত, ভানুকা রাজাপাকশে ও জানিথ লিয়ানাগে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াড : রভম্যান পাওয়েল (অধিনায়ক), আলঝারি জোসেফ, জনসন চার্লস, রস্টন চেজ, শিমরন হেটমেয়ার, জেসন হোল্ডার, শাই হোপ, আকিল হোসেন, শামার জোসেফ, ব্রেন্ডন কিং, গুদাকেশ মতি, নিকোলাস পুরান, আন্দ্রে রাসেল, শেরফানে রাদারফোর্ড, রোমারিও শেফার্ড।

আফগানিস্তানের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াড : রাশিদ খান (অধিনায়ক), রহমানউল্লাহ গুরবাজ, ইব্রাহিম জাদরান, নাজিবউল্লাহ জাদরান, মোহাম্মদ ইশাক, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, মোহাম্মদ নবী, গুলবেদিন নাইব, করিম জানাত, নানগিয়াল খারোটে, নুর আহমাদ, মুজিব উর রহমান, নাভিন উল হক, ফজল হক ফারুকি, ফরিদ আহমাদ।

ট্রাভেলিং রিজার্ভ: হজরতউল্লাহ জাজাই, সেদিকউল্লাহ আতাল, মোহাম্মদ সালিম।

ওমানের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াড : আকিব ইলিয়াস (অধিনায়ক), জিশান মাকসুদ, কাশ্যাপ প্রজাপতি, প্রতীক আথাবালে, আয়ান খান, শোয়েব খান, মোহাম্মদ নাদিম, নাসিম খুশি, মেহরান খান, বিলাল খান, রাফিউল্লাহ, কলিমুল্লাহ, ফায়াজ বাট, শাকিল আহমেদ। রিজার্ভ : জতিন্দর সিং, সামায় শ্রীবাস্তা, সুফিয়ান মেহমুদ, জয় ওদেদ্রা।

নেপালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াড : রোহিত পাউডেল (অধিনায়ক), আসিফ শেখ, অনিল কুমার সাহ, কুশাল ভ্রুতেল, কুশল মাল্লা, দীপেন্দ্র সিং আইরি, ললিত রাজবংশী, কারান কেসি, গুলশান ঝা, সোমপাল কামি, প্রতিস জিসি, সুন্দীপ জোরা, অবিনাশ বোহারা, সাগর ধাকাল, কামাল সিং আইরি।

কানাডার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াড : সাদ বিন জাফর (অধিনায়ক), অ্যারন জনসন, ডিলন হেইলিগার, দিলপ্রীত বাজওয়া, হার্শ ঠাকের, জেরেমি গর্ডন, জুনায়েদ সিদ্দিকী, কালিম সানা, কানওয়ারপাল তাথগার, নাভনিত ধালিওয়াল, নিকোলাস কার্টন, পারগাত সিং, রাভিন্দারপাল সিং, রায়ানখান পাঠান, শ্রেয়াস মোভভা। রিজার্ভ: তাজিন্দার সিং, আদিত্য ভারাধারাজান, আমার খালিদ, জাতিন্দার মাথারু, পারভিন কুমার।

যুক্তরাষ্ট্রের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াড : মোনানক প্যাটেল (অধিনায়ক), অ্যারন জোন্স (সহ অধিনায়ক), আন্দ্রিস গউস, কোরি অ্যান্ডারসন, আলি খান, হারমীত সিং, জেসি সিং, মিলিন্দ কুমার, নিসার্গ প্যাটেল, নিতিশ কুমার, নশটুশ কেনজিগে, সৌরভ নেত্রালভাকার, শেডলি ব্যান শ্যালউইক, স্টিভেন টেইলর, শায়ান জাহাঙ্গীর। রিজার্ভ :গাজানান্দ সিং, জুয়ানয় ড্রিসডেল, ইয়াসির মোহাম্মদ।

উগান্ডার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াড : ব্রায়ান মাসাবা (অধিনায়ক), সাইমন সেসাজি, রজার মুকাসা, কসমাস কিয়েউটা, দীনেশ নাকরানি, ফ্রেড অ্যাখেলেম, কেনেথ বৈশ্য, আল্লেশ রামজানি, ফ্রাঙ্ক এনসুবুগা, হেনরি সেনিওন্দো, বিল্লাল হাসান, রবিনসন ওবুয়া, রিয়াজাত আলি শাহ, জুমা মিয়াজি, রোনাক পাটেল। ট্রাভেলিং রিজার্ভ: ইনোসেন্ট মুয়েবাজে, রোনাল্ড লুটায়া।

আয়ারল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াড : পল স্টারলিং (অধিনায়ক), মার্ক অ্যাডায়ার, রস অ্যাডায়ার, অ্যান্ড্রু বালবার্নি, কুর্টিস ক্যাম্ফার, গ্যারেথ ডেলানি, জর্জ ডকরেল, গ্রাহাম হিউম, জশ লিটল, ব্যারি ম্যাককার্থি, নেইল রক, হ্যারি টেক্টর, লরকান টাকার, বেন হোয়াইট, ক্রেইগ ইয়াং। পাপুয়া নিউগিনির টি-টোয়েন্টি স্কোয়াড : আসাদ ভালা (অধিনায়ক), সিজি আমিনি (সহ অধিনায়ক), আলেই নাও, চাঁদ সোপার, হিলা ভারে, হিরি হিরি, জ্যাক গার্ডনার, জন কারিকো, কাবুয়া ভাগি মোরিয়া, কিপলিং ডোরিগা, লেগা সিয়াকা, নরমান ভানুয়া, স্বমা কামিয়া, সিসি বাউ ও টনি উরা।

স্কটল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াড : রিচি বেরিংটন (অধিনায়ক), ম্যাথু ক্রস, ব্যাড কারি, ক্রিস গ্রিভস, ওলি হেয়ারস, জ্যাক জার্ভিস, মাইকেল জোন্স, মাইকেল লিস্ক, ব্রেন্ডন ম্যাকমুলেন, জর্জ মানসে, সাফায়ান শরীফ, ক্রিস সোলে, চার্লি টিয়ার, মার্ক ওয়াট, ব্যাড হুইল। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেদারল্যান্ডস ও নামিবিয়ার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াড ঘোষণা করা হয়নি।

আটালান্টার দাপট, ফাইনালে সঙ্গী লেভারকুসেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইউরোপা লিগের সেমিফাইনালে রোমার মাঠ থেকে ২-০ গোলে জিতেছিল বায়ার লেভারকুসেন। দ্বিতীয় লেগেও জয়ের পথে ফেবারিট ছিল তারা। কিন্তু রোমা দুর্দান্ত কামব্যাক করে। পাল্টা কামব্যাকে ফাইনালে উঠেছে লেভারকুসেনও। দাপুটে জয়ে ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ আটালান্টা। অ্যাওয়ে ম্যাচে ৬৬ মিনিটে ২-০ গোলে পিছিয়ে পড়ে জাবি আলোনসোর দল। শেষ সময়ে ২-২ গোলের সমতা করে দুই লেগ মিলিয়ে ৪-২ গোলে ফাইনালে গেছে ট্রেবলে চোখ রাখা লেভারকুসেন। অন্য দিকে প্রথম লেগে মার্সেইয়ের মাঠ থেকে ১-১ গোলের সমতা করে ফেরা আটালান্টা ঘরের মাঠে দাপট দেখিয়েছে। ইতালির ক্লাবটি ৩-০ গোলের বড় জয় তুলে নিয়েছে। দুই লেগ মিলে ৪-১ গোলের জয়ে ইউরোপা লিগের ফাইনালে পা রেখেছে। লেভারকুসেনের বিপক্ষে আগামী ২৩ মে শিরোপার লড়াইয়ে নামবে তারা। বৃহস্পতিবার রাতে লেভারকুসেনের মাঠ বে অ্যারেনায় ৪৩ মিনিটে ১-০ গোলের লিড নেয় রোমা। ৬৬ মিনিটে ম্যাচের দ্বিতীয় পেনাল্টি থেকে ২-০ গোলে এগিয়ে যায় তারা। চাপে পড়ে ঘরের মাঠে জয়সূচক গোলের জন্য লড়তে শুরু করে জাবির দল। ৮৭ মিনিটে আত্মঘাতী গোল থেকে ম্যাচে ফেরে তারা। ৯৭ মিনিটে গোল করে রোমার স্বপ্ন ভেঙে দেয়। অন্য দিকে আটালান্টা ৩০ মিনিটে প্রথম লিড নেয়। ৫২ মিনিটে দ্বিতীয় গোল করে ফাইনালের ফেবারিট হয়ে যায়। যোগ করা সময়ে গোল করে বড় জয় তুলে নেয় তারা।

ব্যর্থতায় শেষ হলো 'প্রজেক্ট এমবাপ্পে'

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতার স্বপ্ন পূরণের জন্য কিলিয়ান এমবাপ্পেকে ঘিরে বারবার দল সাজিয়েছিল প্যারিসিয়ানরা। তবে পিএসজির সেই 'প্রজেক্ট-এমবাপ্পে' শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো।

গতকাল রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনালের ফিরতি লেগে ঘরের মাঠে বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের কাছে ১-০ গোলে হেরেছে পিএসজি। দুই লেগ মিলিয়ে হারটা ২-০ গোলের। এমবাপ্পের মতো খেলোয়াড় থাকা সত্ত্বেও বুন্দেসলিগার পয়েন্ট টেবিলের পাঁচে থাকা ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে জালের খোঁজ পায়নি ফরাসি চ্যাম্পিয়নরা। তবে পোস্টে বল লেগে ফিরে আসার রেকর্ড গড়েছে তারা। অর্থাৎ এক ম্যাচেই ভাগ্য তাদের সহায় হয়নি চার বার!

তবে অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে, পুরো ম্যাচে গোল না করতে পারলেও ৩০টি শট নিয়েছে পিএসজি। চ্যাম্পিয়নস লিগের নকআউট পর্বে কোনো দলের এতগুলো শট নিয়েও গোল করতে না পারার ঘটনা সর্বশেষ ঘটেছিল ২০০৩/০৪ মৌসুমে। এমনকি ম্যাচে পিএসজি ৪বারের প্রচেষ্টা প্রতিপক্ষের পোস্টে লেগে ফিরে আসে। চ্যাম্পিয়নস লিগের নকআউট পর্বে এমন নজির আর নেই।

পিএসজির জন্য অবশ্য চ্যাম্পিয়নস লিগ থেকে হতাশ হয়ে ফেরা নতুন কিছু নয়। এ নিয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগ সেমিফাইনালে ৭ ম্যাচ খেলে ৬টিতেই হারল তারা; ব্যর্থতার হার ৮৩ শতাংশ! কমপক্ষে ৫ ম্যাচ খেলেছে, এমন যেকোনো দলের ক্ষেত্রে এই হার সর্বোচ্চ। এ নিয়ে চার বছরে দ্বিতীয়বার ফাইনাল খেলার খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল পিএসজি। আগেরবার লিসবনের ফাইনালে বায়ার্ন মিউনিখের কাছে হেরে শিরোপা স্বপ্ন শেষ হয়েছিল তাদের। সেবারই পিএসজির হয়ে জেতার খুব কাছাকাছি ছিলেন ইউরোপের শীর্ষ ক্লাব প্রতিযোগিতায় ৪২ গোল করা এমবাপ্পে। ২০১১ সালে পিএসজির মালিকানা কেনার পর থেকে অঢেল অর্থ খরচ করেছে কাতারি মালিকপক্ষ। কিন্তু প্রতিবারই চ্যাম্পিয়নস লিগের নকআউট পর্ব থেকে বিদায় নেওয়া তাদের জন্য স্বাভাবিক ঘটনা যে। এমনকি দলে নেইমার জুনিয়র, লিওনেলে মেসির মতো মহাতারকাদের ভিড়িয়ে এমবাপ্পের সঙ্গে জুটি বাঁধার ব্যবস্থা করেও সাম্প্রতিক আসরগুলোতে ব্যর্থ হয়েছে পিএসজি। নেইমার ও মেসি দু'জনেই আগের মৌসুমে ক্লাব ছেড়ে চলে গেছেন। পিএসজির জার্সিতে রেকর্ড ২৫৫ গোল করা এমবাপ্পেও এখন যাওয়ার পথে। এই গ্রীষ্মেই তিনি পাড়ি জমাতে পারেন তার স্বপ্নের ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদে। পিএসজি অবশ্য এরইমধ্যে ফরাসি লিগ ওয়ানের শিরোপা ঘরে তুলেছে। আগামী ২৫ মে ফরাসি কাপে লিঁওর মুখোমুখি হবে তারা। ৭ বছর প্যারিসে থাকার পর এটাই পিএসজির জার্সিতে জার্সিতে এমবাপ্পের শেষ ম্যাচ হতে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে শেষ হচ্ছে পিএসজির 'প্রজেক্ট-এমবাপ্পে'। এরপর রিয়ালে গিয়ে হয়তো ইউরোপ সেরা হওয়ার স্বপ্ন পূরণের লড়াইয়ে নামবেন এমবাপ্পে। যেখানে তার স্বপ্ন পূরণের যথেষ্ট সম্ভাবনাও রয়েছে।

নির্বাচন থেকে সরে গেলেন পানেসার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজনীতিতে পথচলা শুরু করতে না করতেই থামিয়ে দিয়েছেন মন্টি পানেসার। যুক্তরাজ্যের আগামী সাধারণ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার কথা থাকলেও হুট করে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন সাবেক এই ইংলিশ স্পিনারের।

গত ৩০ এপ্রিল জর্জ গ্যালোওয়ের ওয়ার্কার্স পার্টির প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে দাঁড়ানোর কথা জানান পানেসার। এক সপ্তাহ যেতেই নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ফেললেন তিনি। এক্সএ নির্বাচন থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ার ঘোষণা দেওয়ার পাশাপাশি বলেন, আরও ভালোভাবে তৈরি হয়ে ভবিষ্যতে রাজনীতিতে পা রাখার কথা।

তিনি জানান, "আমি একজন গর্বিত ব্রিটিশ, যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের ক্রিকেটে দেশের প্রতিনিধিত্ব করার সম্মান পেয়েছি। এখন অন্যদের সাহায্য করার জন্য কিছু করতে চাই। কিন্তু বুঝতে পেরেছি যে, আমি পথচলার কেবল শুরুতে আছি এবং এখনও শিখছি রাজনীতি কীভাবে মানুষকে সাহায্য করতে পারে। তাই সাধারণ নির্বাচন থেকে আজ আমি সরে দাঁড়াচ্ছি।"

ভারতীয় বংশোদ্ভূত মা-বাবার ঘরে পানেসারের জন্ম লুটনে। গ্রেটার লন্ডনের ইলিং সাউথহল অঞ্চল থেকে তার নির্বাচনে দাঁড়ানোর কথা ছিল। ২০০৭ সাল থেকে ভিভেন্দ্রা শর্মার হাত ধরে অঞ্চলটি লেবার পার্টির শক্ত ঘাঁটি। ২০২১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, এই অঞ্চলের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বাসিন্দাই এশিয়ান।

ভবিষ্যতে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখা ৪২ বছর বয়সী পানেসারের পুরো নাম মুধসুদন সিং পানেসার। শিখ ধর্মের চর্চা করা প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে ইংল্যান্ডের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা রাখেন তিনি ২০০৬ সালে, ভারতের বিপক্ষে নাগপুর টেস্টে।

বাঁহাতি স্পিনে ইংল্যান্ডের হয়ে ৫০ টেস্টে পানেসারের শিকার ১৬৭ উইকেট। ২৬ ওয়ানডেতে তার উইকেট ২৪টি। একটি টি-টোয়েন্টি খেলে উইকেট ২টি। ক্রিকেট ছাড়ার পর লন্ডনের সেন্ট মেরিস বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রীড়া সাংবাদিকতায় কোর্স করেন তিনি।

রকিকে কেনার লড়াইয়ে ৪ দল, ধারে চায় ৬ ক্লাব

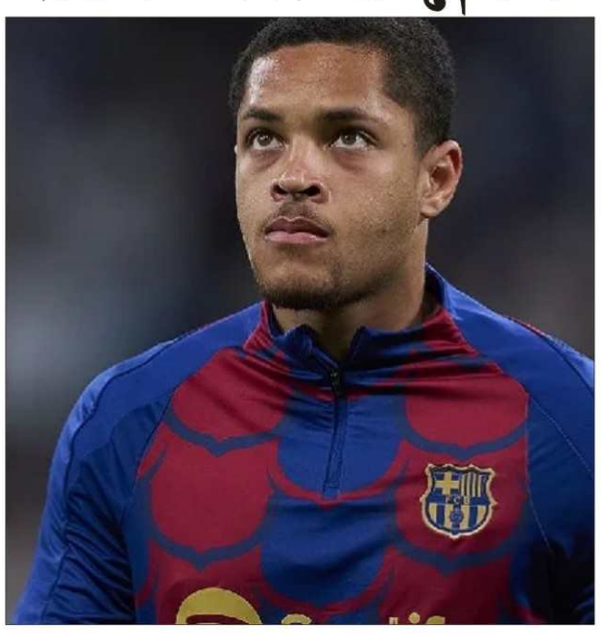

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ব্রাজিলিয়ান লিগে ১৯ বছর বয়সেই অনেকগুলো গোল করে আলোচনায় আসায় ভিটর রকিকে ইউরোপের অনেক ক্লাব কিনতে চেয়েছিল। রকি চেয়েছিলেন বার্সেলোনায় যোগ দিতে। যে কারণে মোটা অঙ্কের অর্থের প্রস্তাব থাকা স্বত্ত্বেও তাকে ৩০ মিলিয়নে বার্সার কাছে বিক্রি করেছিল তার ক্লাব অ্যাথলেটিকো পারানিয়েন্সে। তবে বার্সায় সময়টা হতাশায় কাটছে রকির। কোচ জাভি তাকে খেলার সুযোগই দিচ্ছেন না। যে কারণে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তার এজেন্ট। গুঞ্জন আছে, আগামী মৌসুমের জন্য তাকে ধারে পাঠাতে পারেন বার্সা কোচ। এরই মধ্যে ইউরোপের শীর্ষ পর্যায়ের কিছু ক্লাব তাকে ধারে নেওয়ার চেষ্টাও নাকি শুরু করেছে। স্প্যানিশ সংবাদ মাধ্যমের মতে, ধারে রকিকে ছাড়লে চেলসি, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড তাকে দলে নিতে আগ্রহী। লা লিগার সেভিয়া এবং রিয়াল বেটিস আছে লড়াইয়ে। আবার ফ্রান্সের লিঁও, ইতালির নাপোলি তার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তবে রকির এজেন্ট জানিয়েছেন, ধারে অন্য ক্লাবে যাওয়ার জন্য রকি বার্সাকে বেছে নেয়নি। হয় বার্সাতেই তিনি থাকবেন নয়তো তাকে বিক্রি করে দেওয়া হোক। রকিকে বিক্রি করলেও তাকে কিনতে আগ্রহী ইউরোপের সেরা দলগুলো। চেলসি ও ম্যানইউ তাকে কেনার ব্যাপারেও খোঁজ খবর নিচ্ছে। নিয়মিত স্ট্রাইকার রিচার্লিসন ফ্লপ হওয়ায় টটেনহ্যাম তার প্রতি নজর রাখছে। এছাড়া ভিক্টর ওসিমহেন মৌসুম শেষে নাপোলি ছাড়লে রকিকে কিনতে চায় তারা।

প্রীতি জিনতাকে বিদায় করে টিকে থাকলেন কোহলি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সমীকরণটা ছিলো বাঁচা মরার। জিতলে টিকে থাকবে প্লে-অফ খেলার কিঞ্চিত আশা। হারলে নিশ্চিত বিদায়। এমন চাপ মাথায় নিয়েই পাঞ্জাব কিংস ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু মাঠে নেমেছিল। শেষ পর্যন্ত আপাতত বাজিতে জিতেছে বিরাট কোহলির দল। ম্যাচটি তারা জিতে নিয়েছে ৬০ রানে। ফলে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের পর দ্বিতীয় দল হিসেবে প্লে-অফে যাওয়ার আগেই বাদ পড়লো প্রীতি জিনতার পাঞ্জাব। ১২তম ম্যাচে বেঙ্গালুরুর এটি পঞ্চম জয়। তবে এখনও সামনে নানা সমীকরণ। ১২ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার সাতেই আছে বেঙ্গালুরু। অন্যদিকে সমান ম্যাচে অষ্টম হারের স্বাদ পাওয়া স্যাম কারেনের পাঞ্জাব ১২ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে নয়ে নেমে গেছে। কোহলির ৯২ রানের ইনিংসে ভর করেই ৭ উইকেটে ২৪১ রান করে বেঙ্গালুরু। রান তাড়া করতে নেমে পাঞ্জাব ১৭ ওভারে অলআউট হয় ১৮১ রানে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR